অনাথিনী নাটক।

প্রকৃত ঘটনামূলক —

নিযতে কেন বাধাতে —

শ্রীজানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রণীত।

সাধারণী যন্ত্রে শ্রীনন্দলাল বসু দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

১২৮৫ সাল।

উপহার।

সোদর সদৃশ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

স্নেহভাজনেষু।

প্রাণপ্রতীম হরি।—

তোমার অনুরোধেই এই ক্ষুদ্র নাটকখানি লিখি। তুমি আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি কর—তাহার বিনিময়ে তোমাকে কি দিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না, দাতা গৃহীতা উভয়ের তৃপ্তিকর না হইলে দানের ফল হয় না—তোমারে "অনাথিনীকে" দিলাম। জানি না—এ দানে তুমি সন্তুষ্ট হইবে কি না—তবে এইমাত্র সাহস আছে, স্নেহ হস্তে গরল দিলেও তাহা প্রাণ নাশ করে না। "অনাথিনী" নিতান্ত কুৎসিতা হইলেও তোমার নিকট অযত্নে থাকিবে না।

গ্রন্থকার

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

রমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	এক জন যুবা (নায়ক)
তারাপতি ঐ	রমণীমোহনের আত্মীয়
রাধারমণ মুখোপাধ্যায়	ঐ আত্মীয়
নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ ঐ
ভবানীপতি চট্টোপাধ্যায়	রমণীমোহনের শ্বশুরালয়ের একজন ভদ্রলোক
রামহরি ভট্টাচার্য্য	ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ঘটক

সিবিল সার্জ্জন, নেটিভ ডাক্তার ও অপরাপর ভদ্রলোক

স্ত্রীলোক

জয়াবতী	রমণীমোহনের ধর্ম্ম-মাতা
প্রমদা	জয়াবতীর আত্মীয়া জ্ঞাতি কন্যা
মোক্ষদা	হেমাঙ্গিনীর প্রতিবেশিনী
হেমাঙ্গিনী	রমণীমোহনের স্ত্রী—(অনাথিনী
কমলা	ঐ শাশুড়ি
বগলা	হেমাঙ্গিনীর মাসী।
শান্তি	ভবানীপতির স্ত্রী

অনাথিনী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অদৃষ্টপুর।

জয়াবতীর গৃহ।

জয়া। তা কি হতে পারে?

প্রমদা। ঘোষেদের ছোট বউ বল্‌ছিল যে।

জয়া। সহোদর ভাই হবে এমন কাজ করতে পারে না।

প্র। যা হোক পিসী মা—ছেলেটিকে দেখে পর্য্যন্ত আমার প্রাণের ভিতর কেমন করছে। আহা! বাছার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে, চখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেও আরো কাঁদতে লাগ্‌লেন। আমি আর দেখতে পার্‌লেম না, বুক ফেটে যেতে লাগ্‌লো চলে এলাম।

জ। ঘোষেদের বউ এত কথা কোথা পেলে?

প্র। প্রথম দু একটা কথার উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু বাপ মার কথা জিজ্ঞাসা করাতে ক্রমাগত কাঁদতে লাগ্‌লেন, সে পর্য্যন্ত কারুর সঙ্গে একটি কথাও কন্‌নি।

জয়া। তবে বোধ হয় ছেলেটীর বাপ্ মা নেই।

প্র। আমারও তাই বোধ হয়।

জ। অল্প বয়সে বাপ মা গেলে যে কত কষ্ট তা আমি বেশ জান্‌তে পেরেছি, তাঁরা বেঁচে থেকে আমার সকলই ভাল করে গিয়েছিলেন। যেমন ঘর, তেমনি বর, তেমনি মন, সবই ভাল হয়েছিল কপাল দোষে যম বাদ সাধলে, তার কি করবো?—যদি একটি ছেলে মেয়ে থাক্‌তো তা হলে সেটিকে নিয়ে সংসারী হয়ে মনকে কতকটা সান্ত্বনা করতে পারতেম, সে দিগেও বিধাতা বাম, অদৃষ্টে যে আর কত দুঃখ আছে তা জানিনে। (রোদন)

প। পিসী মা আর কেঁদো না, তুমিই ত বল, বই পড়লে মনের দুঃখ যায় -তবে কাঁদছ কেন?—কত টাকার বই কিনেছ তার ঠিক নেই পাঁচটা সিন্দুক পুরে গেছে আর দিন রাত ত বই নিয়েই থাক।

জয়া। বই পড়লে কি তাদের জ্বালা যায়—তা হলে সংসারে কোন দুঃখই থাক্‌তো না -মনটা যখন বড় খারাপ হয় একটু আধটু পড়ি—অন্যমনস্ক হই। আচ্ছা— ছোকরাটি বোধ হয়, এখনও সে খানে বসে আছে?

প্র। কেন পিসী মা?

জ। তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছি।

প। দেখে আসবো?

জ। তবে একটু শিগ্‌গির করে যাও সন্ধ্যা হয়ে এল। রাতে আবার অনেক আড়দার ভয়—এমন দিনে অনেক লতা পাতা বার হয়।

প্র। ছেলেটী যদি সেখানে থাকে--ডেকে আন্‌বো কি?

বি। তাই ভাবছি -পাছে ছোট দাদা কিছু মনে করেন।

প্র। তিনি আবার মনে করবেন কি? আর তাঁর ত তোমার ওপর বড় মায়া— একবার ডেকে জিজ্ঞেসও করেন্ না—

বি। তিনি যা কর।--খাবার মন্দ না মার পেটের ভাই ।

(প্রমদা নিষ্ক্রান্ত)

মনটা কেমন কেমন করছে কেন? যেন কিছু ভাল হবে, আমার আবার ভাল কি হবে? -

(প্রমদা ও একটি যুবার প্রবেশ)

পিসী মা এই এঁকে নিয়ে এসেছি। আসতে কি চান্? কত্ত কত সাধ্য সাধনার পর এলেন।

আস্তে চাওনি কেন?

আমার যে অদৃষ্ট, তাতে আর যে কেউ আমাকে দয়া করবেন, বিশ্বাস হয় না। আর মানুষের দয়াতেই বা আমার কি হতে পারে? পরমেশ্বর মুখ তুলে না চাইলে এ হতভাগার আর কোন উপায় নেই।

তুমি বাবা এখানে বসো—আহা! মুখখানি শুকিয়ে গেছে—আজ বোধ হয়, কিছু খাওয়া হয়নি।

খেতে আর দেবে কে?—পৃথিবীতে যার মা বাপ নেই, তার কেউ নেই, বাপ মা বেঁচে থাকলে দাদার হাতে কি আর এত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হতো—

তোমার নাম কি বাছা?—

রমণীমোহন!

তুমি এখন কোথায় যাবে ঠিক করেছ?

যাবার ত আর স্থান দেখতে পাইনে। মামার বাড়ী, সেখানেই বা কি করে যাব। মামা অনেক দিন মরে গেছেন। মামী পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে আছেন। একটি দশ বছরের ছেলে ছিল—শুনলাম সেটিও সে দিন জলে ডুবে মরেছে। এমন কিছু বিষয় আশয় নাই যাতে এক দিন চলে। মামীর একটি ভাই আছেন, তিনি কোথায় কর্ম্ম করেন। তিনি মাসে মাসে কিছু দেন, তাতেই এক রকম চলে। সেখানে গেলে তাঁর গলগ্রহ হতে হবে।

বাছা তোমাকে দেখে মনে এক রকম নূতন ভাব হয়েছে। পুত্র কন্যা হয় নাই—বাৎসল্য ভাব কাকে বলে জানিনা, তথাপি যেন সেই রকম ভাবের উদয় হয়েছে। তোমার মতন একটি ছেলে পেলে তাকে নিয়ে পৃথিবীতে থাকতে পারি। তুমিও অনাথ—আমিও একপ্রকার অনাথিনী—উভয়েই সংসারের তিক্তরস পান

করেছি। উভয়েই অদৃষ্টদেবীর কুসন্ততি। আমার নিকট থাক্‌লে, যথাসাধ্য— তোমার মাতৃবিয়োগ অভাব পূর্ণ করবো।

ম। আমার অদৃষ্টে যে এরূপ মাতৃক্রোড়ে স্থান পাব, স্বপ্নেও জান্‌তেম না। এখন দেখ্‌ছি আবার বাঁচবার ইচ্ছা হইল। আপনার সুস্নিগ্ধ ছায়ায় থাক্‌লে নিশ্চয়ই মনের আগুন নির্ব্বাণ হবে।

অ। এস বাছা ঘরে এস আহা! মা বাক্যটী কি মধুর।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

(গীত) নেপথ্যে।

বাহার, তাল আড়া।

জানি যে এ দুখের মোর নাহি অবসান।
তবে কেন এ ছলনা ওঁ হে ভগবান ॥
আমি অতি অভাগিনী, আজনম দুখিনী,
কাঁদি সদা একাকিনী, নাহিক সন্তান ॥
আসি পরের ছেলে, ডাকে মা মা মা বলে,
গেলাম সকল ভুলে, হেরিয়া বয়ান।
চক্ষে মম আসে নীর, বহিতেছে বক্ষে ক্ষীর,
মন যে হল অস্থির, উথলে পরাণ ॥

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অদৃষ্টপুর।

জয়াবতীর গৃহ।

তার পর?

বাবার মৃত্যু হলো, মা দুইটি অপোগণ্ড শিশু সন্তান নিয়ে সংসার সমুদ্রে ভাস্‌লেন।

কেন তোমার দাদারা ছিলেনত?

পিতার মৃত্যুর আগেই তাঁরা আপন আপন শ্বশুর বাটীতে গিয়ে বাস করেছিলেন।

তার পর?

তার পর যা ছিল ক্রমে ক্রমে তাই বিক্রয় করে মা আমাদের দুই ভাইকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। দাদারা একবারও কোন সংবাদ নিতেন না, মামা মধ্যে মধ্যে এসে আমাকে ও ছোট ভাইটীকে দুই এক খানা কাপড় কিনে দিতেন। ক্রমে বড় হলাম। পাঠশালার পড়া শেষ হলো। ইস্কুলে যেতে হবে, ইস্কুলের খরচ যোগান মার ক্ষমতায় ছিল না। মা সে কারণে কেবল বসে বসে কাঁদিতেন। এক দিন বোসেদের মেজো বাবু আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসেন, মা তখন কাঁদছিলেন। মার কান্না দেখে বাবুর মনে একটু দয়া হলো—মাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, মা পিতার মৃত্যু দিন হতে আগা গোড়া সব বল্লেন, বাবু সব শুনে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। বোধ হলো সেটি তাঁর অন্তর হতে বেরিয়ে ছিল। অনেক ক্ষণ পরে মাকে বল্লেন "রমণীর লেখা পড়ার জন্য তোমার ভাবতে হবেনা আমি সে ভার নিলাম। এখানে দেখবার শোনবার লোক নেই, এখানকার ছেলে গুলিও ভাল নয়, আমি রমণীকে কলিকাতায় নিয়ে যেতে চাই। সেখানে আমার বাসায় থাকবে আর

ইংরাজী পড়বে। কোন দিকে কোন কষ্ট থাকবে না। তোমার মত হলে আগামী সোমবারে সঙ্গে নিয়ে যাব"। মা আমার বাবুর কথায় সম্মত হলেন। আমার মন আনন্দে নেচে উঠলো, কলকেতা দেখবো। সোমবারে কলকেতায় যাত্রা করলেম। মা যাবার সময় অনেক কাঁদলেন। কলিকাতায় গিয়েই স্কুলে ভর্ত্তি হলাম। বাবু বেশ যত্ন করিতে লাগলেন। সহোদর ভাইতেও একপ করিতে পারে না। এভাবে ৩ বৎসর কেটে গেল। মধ্যে মধ্যে বাড়ী যেতাম। মাকে দেখে আসতাম। বাবু প্রত্যহ জলখাবারের জন্য দুটী পয়সা দিতেন, তাই জমা করে রাখতাম। বাটী গিয়ে সেই গুলি মাকে দিয়ে আসতাম। মা আমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হতেন, কিন্তু তাঁর জন্যে যে এত কষ্ট পেতাম তাই ভেবে কাঁদতেন। এরূপে আছি একদিন সোমবার সন্ধ্যার পর বাবু আফিসের ফেরত এসে বললেন "রমণী তোমার বাটী যাওয়া আবশ্যক তোমার মাতা ঠাকুরাণীর পীড়া হইয়াছে"। আমার মাথায় বজ্র ভেঙ্গে পড়লো। ভাবলাম সব হলো। বিপদ সমুদ্রে পড়ে যে কাঠখানি ধরে ছিলাম ঈশ্বর বুঝি সে খানিও কেড়ে নেন। সে রাত্রে একবারও ঘুম হলো না। সংসার শূন্য দেখতে লাগলেম। কত রকমের ভাবনা এসে মনে উদয় হলো। অভাগার মনে মন্দটাই আগে এসে জোটে। পরদিন প্রাতে বাবু দশটী টাকা দিলেন। বাটী এলাম। দেখলাম দীপ নির্ব্বাণ প্রায়। একে ভাবনায় চিন্তায় দুঃখে শরীর কঙ্কালসার হয়েছিল, তার উপরে সঙ্কট পীড়া—শুষ্ক বৃক্ষে বজ্র পতন। মা তখন প্রায় চিকিৎসকের হাত ছাড়া হয়ে ছিলেন। তবু আশা ছাড়লেম না। একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে এলাম। অনেক যত্ন করা গেল, কিছুতেই কিছু হলো না। মা, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনার হাত হতে পরিত্রাণ পেয়ে, স্বর্গে চলে গেলেন। প্রতিমা বিসর্জ্জিত হলো। আমারও কপাল ফাটিল, লেখা পড়া বন্ধ হলো।

জ কেন?

ছোট ভাইটীকে একা ফেলে আর কোথায় যাব। ... গেলেন ...
কাকে আর যত্ন করবে?

রমণী আর এসব কথায় কায নেই। ... আমার বড় কষ্ট হচ্চে।

না, মা, সব শুনুন। আপনি যখন আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন তখন আপনার কাছে কোন কথা গোপন রাখা উচিত হয় না। বল্লেও অনেক ভার কমে।

তবে বল।

না মারা গেলেন। গ্রামস্থ সকলে বল্লে শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক, কি করি হাতে একটী পয়সা নাই—মান যায়—একটী ছোট বাগান ছিল তাই বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা নিলাম। শ্রাদ্ধ করলাম। সমাজ সন্তুষ্ট হ'লেন। তার পর কোথায় যাব ভাবতে লাগলাম। কোন দিগেই আশ্রয় স্থান দেখ্‌তে পেলেম না। চারিদিকে নৈরাশ্য সমুদ্র চারিদিগে হতভাগা পিশাচ মুখ বাড়িয়ে ভয় দেখাতে লাগলো। অনেক বিবেচনার পর বড় দাদার নিকট যাওয়াই স্থির করলেম। সমুদ্রে পড়লে লোকে এক গাছি তৃণ দেখতে পেলে সেটিকেই অবলম্বন করে। দাদার নিকটে গেলাম। দাদা প্রথম খুব বেশ যত্ন করতে লাগ্‌লেন। লেখা পড়া আর হলো না—জানা লোক আর চক্ষে পড়িল না। সেখানে এক রকমে কতক দিন কেটে গেল। কতকটা সুখী হলাম। অদৃষ্ট দেবীর আর সহ্য হলো না। এ হতভাগা অগ্রে হতেই তাঁর খেলিবার পুতুল হয়েছিল। এবারে একেবারে আশ্রয় শূন্য করে তুল্লেন। দাদার মদ খাওয়া অভ্যাস ছিল। উন্মত্ত অবস্থায় সকলের উপরেই অত্যাচার করতেন। আমাকে মধ্যে মধ্যে মারতেন। কি করি সব সহ্য করতাম। এক দিন তাঁর বাক্‌স থেকে একখানি নোট চুরি গেল। অনাথের উপর ঈশ্বর পর্য্যন্ত বিরূপ। মনুষ্যের ত কথাই নাই। দাদার সন্দেহ আমার উপর হলো। তাঁর দু চারি জন ইয়ার তাঁর কাণে দিলে আগুন জ্বলে উঠলো। দাদা নির্দ্দয়রূপে

মারলেন। মনে বড় ঘৃণা হলো। জীবন আর মান দুই সমান। একটির অভাবে আর একটি থাকে না। পুরুষের পক্ষে চোর, আর নারীর পক্ষে—অসতী-অপবাদ, বড় ভয়ানক। জীবনে ধিক্কার হলো। ভাবলেম কলঙ্কের তিলক মাথায় নিয়ে আর এখানে থাকা উচিত নয়, ভালও দেখায় না। ভাবলেম্ কোথায় যাই। সমস্ত রাত্রে পড়ে পড়ে কাঁদলেম। তার পর দিন সকাল বেলা দাদা আবার মারলেন, হাত ধরে বাড়ীর বার্ করে দিলেন। (রোদন)

জ। আহা! বাছা তুমি কত কষ্টই পেয়েছ। আচ্ছা নোট খানির কোন সন্ধান হয়ে ছিল?

র। হয়ে ছিল বই কি? আমার বিছানার নীচে পাওয়া যায়।

জ। কে সেখানে রেখে ছিল?

র। তা জানিনে। আমার সঙ্গে কারুর কোন রকম বিবাদ ছিল না। সকলেই আমাকে ভাল বাস্তেন।

জ। তোমাকে ভাল না বাসে এমন লোকত দেখ্তে পাইনে। তুমি তার পর কি করলে?

র। বাড়ী থেকে বেরুলাম। বিপদ সাগরের কোন দিগেই কুল কিনারা দেখ্তে পেলেম না।—অন্ধের ন্যায় চল্‌তে লাগিলাম। চক্ষু যে দিগে দেখিল, পাও সেই দিগে চলিল; শেষে এই গ্রামে এসে উপস্থিত হলেম। বেলা ২ টা বেজে গেল তখনও চল্‌ছি শেষে আর পার-লেম না। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেল। ক্ষুধাতে মাথা ঘুরতে লাগিল। সঙ্গে একটী পয়সাও নাই। কি করি, আস্তে আস্তে একটি পুকুরের ধারে বসে পড়লাম। একটি স্ত্রী লোক অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। পাগলের মতন কি উত্তর দিয়াছি কিছুই মনে নেই। তার পর হতে আপনি সব জানেন। জানি নে সেদিন আপনি আশ্রয় না দিলে—পুত্র বলে কোলে না নিলে—নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করে প্রাণত্যাগ করতাম।

জ। বাবা, মার কাছে অমন কথা বল্‌তে নাই। তুমি জান না, তোমার দুঃখের কাহিনী শুনে মন কিরূপ অস্থির হলো। আর তোমার কষ্ট

সহ্য করতে হবে না। প্রাণান্তে তোমাকে চক্ষুর অন্তর করবো না। পরমেশ্বর আমায় অমূল্য নিধি দিয়েছেন। আমি এত দিন কাঙ্গালিনী ছিলাম। আজ আমার মত ভাগ্যবতী কে? তুমি আমার শ্রীরামচন্দ্র, আমার জীবন আকাশের ধ্রুবতারা। বাছা তুমি নিশ্চয়ই আর জন্মে আমার কেউ ছিলে, নহিলে কখন এমন মায়া হবে না। আপনি পূর্ব্ব জন্মে আমার মাই ছিলেন না হলে কি, আপনার নিকট এসে সব দুঃখ দূর হয়েছে। আবার যে এজন্মে মাতৃ-স্নেহ পাব তা মনে ছিলনা। (রোদন)

বাছা আর কেঁদো না। তোমার চখে জল দেখলে আমার পূর্ব্ব কথা সব মনে পড়ে, হৃদয় ব্যথিত হয়, জগৎ শূন্য দেখি। (রোদন)

মা আমি আর কাঁদব না, যখন একপ লক্ষ্মীরূপা স্নেহময়ী জননী পেয়েছি তখন আর আমায় কাঁদতে হবে না।

তোমার ভাইটি এখন কোথায়?

দাদার নিকটে আছে। বউ ঠাকরুণ তাকে বড় ভাল বাসেন তাই সে খানে রেখে এসেছি। পরমেশ্বর দিন দেন, আপনার কাছে এনে রাখবো।—

—

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জয়াবতীর গৃহের সম্মুখ।

জয়াবতী ও বগলার প্রবেশ।

বগ। বাঁড়ুয্যে মশাইত ভাল কথাই বল্‌ছেন। বেটা ছেলে চাকরি করবে, টাকা রোজগার করবে, দশ জনের ভিতর এক জন হবে, তোমার দেখ্‌তেও ভাল, শুনতে ভাল।

জ। আমি যে রমণী ছাড়া এক দণ্ড থাকৃতে পারিনে।

বগ। তোমার মেনে কেমন কথা। না জানি পেটের ছেলে হলে হয়ত খেপে উঠ্‌তে।

জ। যে কখন ব্যাথা পাইনি সে লোকের কাতরানি দেখে হাস্‌বে বই আর কি করবে?—রমণী আমার পেটের নয় বটে, কিন্তু তার অপেক্ষা অধিক। লোকে বলে রক্তের টান না থাকৃলে মায়া হয় না—সেটি ভ্রম—মায়া, যত্ন স্নেহ এসব লোক বাছে না—মায়া চক্ষের দেখা, অনেক সময় আপনার চেয়ে পরের উপরে বেশী মায়া হয়।

বগ। তুমি দশখানা বই পড়েচ, তোমাদের বেশী বুদ্ধি, আমরা এ সব কথা বুঝ্‌তে পারিনে। নাঁড়ি ছেঁড়া ধন না হলে কি তার উপরে মায়া হয়?

জ। মায়া, ভালবাসার চোক্ নেই। আপনার পর জ্ঞান করে না। মন যাকে চাইলে, তার উপর আগে যেন ভালবাসা, মায়া গিয়ে পড়ে। আপনার ছেলে শ্রদ্ধাভক্তি করলে তত আহ্লাদ হয় না। সে ত করবেই। কিন্তু পরে সে রকম করলে কত আনন্দ হয়, বল দেখি? মায়ার এমনি গুণ, যাকে তুমি স্নেহ কর, ভালবাস, সে যদি ক্রমাগত জ্বালাতন করে, অযত্ন করে, তবু ত এক দণ্ডের জন্যে তার উপর বিরক্ত হতে পারা যায় না। এটি পরমেশ্বরের খেলা।

শ্বগ। এটি সত্যি বটে।

জ। আব দেখ বগলা বমণীর যেমন অদৃষ্ট, তাতে বাছাকে আব বিদেশে পাঠাতে ইচ্ছে হয় না, ভয় হয় পাছে আবাব কোন কষ্ট পায়। আব পাছে মনে কবে মা পবেব ছেলে বলে বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন।

ব। তা ও ভয় করতে গেলে চলে না। পুরুষ মানুষেব ঘবেব কোণে বসে থাকলে ভাল দেখায় না। আর বমণী যেরূপ সুবোধ ছেলে ও কখন মনে করবে না যে তুমি পব ভেবে তাকে বিদেশে পাঠাচ্ছো।

তাবাপতি বন্দ্যোপাধ্যাযেব প্রবেশ।

ব। এই যে বাঁড়ুয্যে মশাই এসেছেন।

তারা। জয়াবতী তোমাব মত কি?

জ। আমি স্ত্রীলোক—আমার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নেই—আপনারা পাঁচ জনে যা বিবেচনা করবেন তাই করুন।

তাবা। তোমাব মত বুদ্ধিমতী বমণী আজকেব কালে পাওয়া ভাব। অধিকাংশ স্ত্রীলোক—নির্ব্বোধ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। স্বার্থপবতা—অহঙ্কাব যেন তাহাদেব সর্ব্বাঙ্গে মাখা। তুমি মহিলাকুলেব আদর্শস্বরূপ। ইচ্ছা করি সকলে তোমাব স্বভাবেব অনুকবণ কবে।

জ। আমি এত প্রশংসাব উপযুক্ত পাত্রী নহি। আপনি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন। স্নেহেব চক্ষে সকলি ভাল দেখেন।

তাবা। তবে বমণীকে আমার সঙ্গে পাঠিযে দেওয়াই মত? একটি চাকরীর ঠিক কবেছি। আপাতত ৫০, টাকা বেতন। পরে ভাল হইবাব সম্ভাবনা আছে।

জ। আপনাব যুক্তিতে যদি এটি ভাল হয়, তা হলে তাই করুন। কিন্তু দেখবেন বমণী আমাব চিরদুঃখী। সৌভাগ্য লক্ষ্মী এককালে তাব প্রতি বিমুখ। সুখ কাকে বলে কখন জানেনি। চিরকালই দুঃখের ভাব বয়েছে। যদি আপনাব কৃপায় কিছু সুখ হয়, তা হলে

আপনার একটি কীর্ত্তি স্থাপন হবে। রমণী বড় অভিমানী সংসারে এই নূতন প্রবেশ কর্‌ছে। বিদেশে অনেক প্রলোভন, যুবা ব্যক্তিদের সে সমস্ত হতে নির্লিপ্ত থাকা বড় কঠিন। কিন্তু রমণী আমার বড় শান্ত। শঠতা কাকে বলে স্বপ্নেও জানে না। তাকে বিদায় দিতে আমার সকল শোক উথলে উঠ্‌ল। বাছা বিদেশে গিয়ে কেমন করে থাক্‌বে এই সমস্ত ভেবে কাল রাত্রে একটি বারও ঘুম হয়নি। যাবার কথাতেই এত ভাবনা, এত কষ্ট, না জানি বাছা চলে গেলে কেমন করে থাক্‌বো। (রোদন)

তারা। জয়াবতী তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে এরূপ অজ্ঞানের ন্যায় কথা বল্‌ছ কেন? শাস্ত্রে বলে

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো
বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু
মৃত্যুনা ধর্ম্ম মাচরেৎ॥

বিশেষ, স্ত্রীলোকেরা গৃহ-লক্ষ্মী-রূপে গৃহে থাকিবে, আর পুরুষেরা নানা দেশ ভ্রমণ করিবে ও অর্থ উপার্জ্জন করে তাদের প্রতিপালন করিবে। রমণী যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাতে শীঘ্রই দশ জনের মধ্যে এক জন্ হয়ে তোমার মুখোজ্জ্বল করবে। আর ঈশ্বরের চরণ ছায়ায় থাকিয়া নিরাপদে বিষয় কর্ম্ম করবে। সে জন্য তোমার উদ্বিগ্ন হতে হবে না।

জ। আপনার ভরসাতেই আমার বাছাকে বিদেশে পাঠাচ্ছি, দেখবেন যেন কোন কষ্ট না পায়—সর্ব্বদা সাবধানে রাখবেন। একদণ্ডের জন্যে চোখের আড় করবেন না—ঈশ্বর না করুন যদি কখন কোন অসুখ হয়, আমাকে পত্র লিখ্‌বেন, আমি গিয়ে বাছাকে দেখে আসিব। আপনার যাবার দিন কবে স্থির হয়েছে?

তারা। কাল রাত্রের গাড়ীতে যাব ঠিক করেছি।

জ। এত শীঘ্র কেন?

তা। আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, আর দেরি করতে পারিব না।

জ। রমণীও কাল তবে যাত্রা করবে? (দীর্ঘনিশ্বাস)

তা। তবে আমি এখন চলিলাম। ঐ রমণীও আসছে।

(নিষ্ক্রান্ত)

(রমণীমোহনের প্রবেশ)

জ। রমণী কাল্ তোমাকে বাঁড়ুয্যে দাদার সঙ্গে কৃষ্ণনগর যাত্রা করতে হবে।

র। কেন মা?

জ। সেখানে তোমার একটি চাকুরির ঠিক হয়েছে।

র। আমি কি এরি মধ্যে চাকরি করবার যোগ্য হয়েছি? সে যা হোক, আপনি কেমন করে একা থাক্‌বেন?

জ। বাবা তার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। তুমি বিদেশে গিয়ে কেমন করে একা থাক্‌বে, সে ভাবনাতেই মন অস্থির হয়েছে।

র। মা আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার আশীর্ব্বাদ অক্ষয় কবচ হয়ে আমায় রক্ষা করবে। আমি বিদেশে চলিলাম, আপনার দয়া, স্নেহ ভাল-বাসা আমার সঙ্গে চলিল। আপনি এখানে রহিলেন, আমার মন আপনার শ্রীচরণে রহিল। শীঘ্র বাটী আসিব। দিবারাত্র আপনার চরণ ধ্যান করিব, আপনার অপার করুণা মনে করিব, তা হলে কোন কষ্টই কষ্ট বলে বোধ হবে না—আর যে কষ্ট পেয়েছি তাতে আর কোন দুঃখই দুঃখ জ্ঞান করি না। আপনার আশী-র্ব্বাদে কখনই আমার অমঙ্গল হবে না।

জ। বাছা বিদেশে যাইয়া এই কটি উপদেশ কথা মনে রেখ। সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিবে। কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করোনা— সকলকেই বিশ্বাস করো না—প্রকৃত বন্ধু এ জগতে পাওয়া যায় না—যদি পাও তাকে প্রাণের সহিত বেঁধে রেখো। দেখো সরলতা যেন তোমার চরিত্রে সর্ব্বদা লক্ষিত হয়। চরিত্র যেন কখন মন্দ না হয়। সচ্চরিত্রতা লোকের শিরোভূষণ—চোর অপেক্ষা নিন্দা তোমার অনেক অপকার করিতে পারে। আশীর্ব্বাদ করি

ভীমের ন্যায় বল পাও, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সদ্‌গুণ পাও, রামের ন্যায় গুরুজন ভক্তি পাও। যাঁর অধীনে কায করবে, সর্ব্বদা তাঁরে সন্তুষ্ট কর্ত্তে চেষ্টা করিবে। সৎপথে থাকিবে, তা হলে কোন বিপদ তোমার কাছে আস্‌তে পারবে না। বাছা তোমায় বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে দেহে জীবন মাত্র রহিল। মন তোমার সঙ্গে চলিল। আমার কেউ নেই। দেখ যেন এ দুঃখিনী মাকে ভুলে থেকো না। মন কেমন করিতেছে। জগৎ নীরস বোধ হইতেছে। তোমায় না দেখে, তোমার মুখে মা বাক্য না শুনে, কেমন করে থাক্‌ব বল্‌তে পারি নে।

(রোদন)—

র। মা আর কাদবেন না। প্রফুল্ল মনে বিদায় দিন, আপনার চোখে জল দেখ্‌লে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়।

জ। বাবা তবে এখন এস, আর দেরি করতে বল্‌তে পারিনে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণনগর।

তারাপতির বাসাবাটী।

বাধাবমণ। তাইত মশাই বমণী এত দিন এসেছে, চাকবি করছে, বিষয় জ্ঞানত কিছুই হলোনা, কোথায় যায, কি করে, কিছুই ঠিক করতে পারিনে। কখন কখন চুপ করে বসে থাকে, কখন হাসে কখন কাঁদে।

তাবা। কায কৰ্ম্ম কেমন করছে—

ব। তাতে বেশ, সাহেবু বড ভাল বাসে, বলেছেন এবারে বড় সাহেব এদিগে এলে মাহিযানা বাডিয়ে দেবেন।

তা। আহা তাই হলে ভাল হয়। বাড়ী ঘর কিছুই নেই। পরের বাডীতে থাকে—যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় কিছু জমাতে পারে তা হলে একটি ছোট খাট বাডী তয়ের হতে পারে। ভাল কথা, তার চরিত্রে কোন দোষ স্পর্শে নাই ত?

বা। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি অনেক লোক দেখেছি এ যৌবন কালে এরূপ চরিত্র বিশুদ্ধ থাকা অতি অল্প দেখেছি। সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব। সকলেই তাকে ভাল বাসে। বোধ হয বমণীর শত্রু কেউ নেই। অহংকারের নামও শোনেনি। লোভ কিছু মাত্র নেই। বোধ হয় স্বর্ণ রাশীর উপরে বসিয়ে রাখ্‌লে সেদিগে তাকিয়ে দেখে না—পরোপকারের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। অন্যের কোন উপকার করতে পার'ল মনে বড আনন্দ হয। নিজে অনেক কষ্ট পেয়েছে বলে এখন যে অবস্থা ভাল হয়েছে, সুখী হয়েছে, তার জন্য একটুও মনে বিকার হয় না।

তাবা। তোমার সঙ্গেত বিশেষ বন্ধুতা হয়েছে আর তুমি বমণীকে যেরূপ ভাল বাস, ওর যে রকম শুভাকাঙ্ক্ষী তাতে সকল বিষয়েই তোমাকে

জিজ্ঞাসা করা উচিত। বয়েস হয়েছে একটি বিবাহের চেষ্টা দেখ্‌লে হয় না। আমি রমণীকে এসম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করিনে। তার মনের ভাব কি রকম?

র। আমার সঙ্গে এবিষয়ে কোন বিশেষ কথা হয়নি। তবে মধ্যে ২।৪টি যা কথা হয়েছে তাতে যে কোন আপত্তি আছে তা বোধ হয় না—

তা। রমণীর ঔদাসীন্য ভাবের কোন কারণ জানতে পেরেছ কি?

র। না পারিনি। জিজ্ঞাসা করলে হাঁসে। আমার বোধ হয় পূর্ব্ববস্থা স্মরণ হলেই বিমনা হয়, আর হয়ত মার জন্যে অনেক সময় চিন্তিত থাকে। কিন্তু মহাশয় রমণীর মার মতন স্ত্রীলোক দেখ্‌তে পাইনে।

তা। তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ কি?

রা। তাঁকে দেখিনি বটে কিন্তু রমণীকে যে সব পত্র লেখেন তাতেই বেশ বুঝতে পারি তাঁর ন্যায় স্ত্রীলোক একালে দুর্লভ। মুখ মনের দর্পণ; পত্র ও অনেক সময় সেই রূপ। মনে যা উদয় হয়, পত্রে তার অনুকৃতি প্রকাশ পায়। পত্র পড়ে বোধ হয় তিনি অতি বুদ্ধিমতি, দয়ার সাগর, প্রতি ছত্রে অবচলিত স্নেহ, ভাল বাসা মাখা, প্রতি পত্রে রমণীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করেন। কত ভাল বাসার কথা লেখেন।

তারা। আমিও এরূপ স্ত্রীলোক দেখতে পাইনে। বড় মানুষের মেয়ে হাতে কিছু টাকাও আছে, মনে স্বাধীনতা ভাব বেশ আছে। তিনটি ভাই বেশ সম্পন্ন, কিন্তু তাঁদের স্বভাব ভাল নয় বলে তাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াননা। পৈত্রিক বাড়ী, রাজার বাড়ীর ন্যায় বল্‌লে বলা যায়, কিন্তু পাছে সেখানে থেকে ভায়াদের কদাচার চখে দেখ্‌তে হয়, এই আশঙ্কায় নিজে একটি ছোট বাড়ী প্রস্তুত করে সেখানে আছেন। যখন তাঁর মার মৃত্যু হয় তখন তাঁর হাতে বেশ দশ টাকা ছিল, কিন্তু পরের উপকার করতে করতেই প্রায় সে সব ফুরিয়ে এয়েছে। পাড়ায় কারুর পীড়া হউক, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিবা রাত্র তার সেবা করছেন। কারুর বাড়ীতে কোন কর্ম্ম কায হউক, লক্ষ্মী রূপে সমস্ত সুসার করেন। বাঙ্গালা লেখা পড়া বেশ বোধ আছে।

রমণীকে যেরূপ স্নেহ করেন, যত্ন করেন, ভাল বাসেন বোধ হয় আপনার ছেলেকেও কেহ এত দূর করতে পারেনা। রমণীকে এখানে পাঠাবার সময় কত যে কাঁদলেন তা আর কি বল্‌বো। আমার হাতে ধরে কত কথা বল্লেন, কত উপদেশ দিলেন। বিদায় দিতে বোধ হয় তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। জয়াবতীর ন্যায় যদি সব স্ত্রীলোক হতো, তাহলে কি আর আমাদের কোন দুঃখ থাক্‌ত? না সাহেবেরা স্ত্রীশিক্ষা লয়ে আমাদের এত ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে পার্‌তেন? তা হলে হিন্দু পরিবার মর্ত্তে স্বর্গ হতো।

বা। আপনি রমণীর বিবাহের কথা বল্‌ছিলেন। তার কোন সূচনা হয়েছে নাকি?

ভা। বিশেষ কিছু হয় নাই, তবে তাঁর খাব নিতান্ত ইচ্ছা যে, এই বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়।

বা। এত তাড়াতাড়ি কেন?

ভা। নিজের পুত্র কন্যা কিছুই হয়নি বলে রমণীর জন্য কিছু খরচ পত্র করেনও তাকে নিয়ে সাধ আহ্লাদ করেন,—মনে এইটী বড় ইচ্ছে--

বা। আপনার সহিত কোন বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করা আমার পক্ষে বাচালতা মাত্র, কিন্তু যদি স্বাধীন ভাবে মনের ভাব ও মত প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন, তাহলে বল্‌তে পারি—বিলক্ষণ রূপে গ্রাস আচ্ছাদনের সমর্থিত না করে বিবাহ করা যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত নহে।

ভা। তা হলে সংসার চলিত না।

বা। কেন?

ভা। মনে কর জগৎ যদি তোমার মত নিয়ে চল্‌তো তা হলে এই সুখের আগার পৃথিবী শীঘ্রই অরণ্য হইয়া যাইত। বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হওয়া ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য আদেশ, কোন একটি বিষয় বহুকাল হইতে অভ্যস্ত না হইলে কখনই কালে সুফল প্রসব করে না। দয়া অনুরাগ প্রথমে পুস্তকে শিখিতে হয়, পরে উপযুক্ত পাত্র পাইলে এ সমস্ত কার্য্যে পরিণত করিতে হয়।

রা। আমি আপনার কথার রহস্য ভেদ করিতে পারিলাম না।

তা। আমাদের সমাজের অবস্থা যেরূপ, বৈবাহিক নিয়ম গুলি যে প্রকার বিচিত্র, তাতে যত শীঘ্র বিবাহ হয় ততই ভাল।

রা। আপনি তবে কি বাল্য বিবাহ অনুমোদন করেন?

তা। বাল্য বিবাহের শীত ও কৃষ্ণপক্ষ আছে; ইহার পোষকতায় যেমন সহস্র সহস্র কারণ দেখাইতে পারা যায়, বিপক্ষেও তদ্রূপ অনেক কথা বলতে পারা যায়। অদূরদর্শী লোকেরা বলেন, বঙ্গদেশ বাসিদিগের বল বীর্য্য হীনতা বৈবাহিক কুপ্রথা হইতেই হইয়াছে আমাদের অধোগতির বিশেষ কারণ অনুসন্ধান না করিয়া বিপক্ষবাদিরা একেবারে বাল্য বিবাহের স্কন্ধে সহসা দোষ অর্পণ করেন। এতে অনেকটা অনিষ্ট ঘটে বটে, কিন্তু যে উপকার হয় দেখতে পাওয়া যায় তাতে অনায়াসে ক্ষতি পূরণ হতে পারে।

রা। এবিষয়ে আর তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না—আপনি যা ভাল বিবেচনা করছেন—তাই করুন।

তা। এতে কোন বিশেষ অন্তরায় না দেখেই আমি মত দিয়েছি।

রা। কোন স্থানে সম্বন্ধ স্থির হয়েছে কি?

তা। না—কিন্তু ভবানীপতি বাবু যে মেয়েটির কথা বলছিলেন, সেটি মন্দ নয়।

রা। কোথায়?

তা। শ্রীরামপুরে মেয়েটি দেখিতে সুন্দরী, বয়স প্রায় ১৪, বাপ নেই বটে, মা আছে। একটি মাত্র কন্যা—পৈতৃক বিষয়ও কিছু আছে, কালে সে সমস্তই রমণীর হস্তগত হইতে পারে—ভবানীপতির নিতান্ত ইচ্ছা এ বিয়েটি হয়—

রা। মেয়েটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক আছে নাকি?

তা। কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু তাঁরও শ্রীরামপুরে বিবাহ হওয়াতে ও তাঁর শ্বশুরের সাহিত মেয়েটির বাপের অত্যন্ত আত্মীয়তাই ইহার প্রবর্ত্তক।

রা। রমণীর মার এতে মত আছে?

তা। বিলক্ষণ মত আছে, মেয়েটি বড় সুন্দরী শুনে বিয়ে দেবার জন্যে একেবারে পাগল হইয়া উঠেছেন, আজ হলে কাল চান না।

রা। মেয়ের মার মত কি?

তা। ভবানী বাবুর মতেই তাঁর মত কিন্তু রমণীর মা বাপ নেই বলে গ্রামস্থ লোকের কিছু আপত্তি আছে, সেই জন্য আজও কোন বিষয় ঠিক করিতে পারেন নাই, আজ এক জন ঘটক ভট্টাচার্য্যের এখানে আসবার কথা আছে, মেয়েটির মা তাঁকে ভবানী বাবুর নিকট পাঠিয়েছেন, তাঁর মুখেই সব শুনতে পাবে।

রা। আপনি কি সেখানে যাবেন?

তা। ক্ষতি কি চল না।

দ্বিতীয় দৃশ্য—কৃষ্ণনগর।

ভবানীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসাবাটী।

ভবনীপতি ও তাঁর স্ত্রীর প্রবেশ।

শতি। তা তোমার উপরে ত সব ভার আছে, তুমি যা স্থির করবে তাতে অমত নেই।

ভ। আমার ত ইচ্ছে রমণীমোহনের সঙ্গে বিয়ে দিই।

শতি। রমণী ছেলেটি ভাল বটে—টাকা রোজকারও করছে কিন্তু বিষয় আশয় কিছুই নেই। শুদ্ধ ছেলেটি দেখে দেওয়া কি ভাল?

ভ। আজ কাল যে রকম কাল পড়েছে তাতে শুদ্ধ ছেলেটী দেখে দেওয়া উচিত নয় বটে কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে দেখলে ছেলে দেখেই দেওয়া কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে বলে বরের যদি কিছু দোষ থাকে তা হলে ধনে ও মানে কি করে। রমণীর চরিত্র অতি চমৎকার—লেখা পড়া শিখেছে ৫০,টাকা মাইনে পাচ্চে—দেখতেও মন্দ নয়—কতকটা কুলও আছে—তবে আর চায় কি?—তবে কিছু বিষয় আশয় নেই—তাতে ক্ষতি কি? যদি বেঁচে থাকে তা হলে হেমার কখনই কোন কষ্ট পেতে হবে না—

শক্তি। তবে ঐটিই স্থির কর না কেন?

ভবানী। আমি ত মনে মনে তাই করেছি, এখন দেখি তোমার মার কি মত?

শক্তি। তুমি সে দিন বলছিলে না—রামহরি ঘটকঠাকুরের এখানে আসবার কথা আছে।

ভবানী। ভাল কথা মনে করে দিয়েছ, তিনি আজকের গাড়ীতে আসবেন তুমি ওর খাবার দাবার উদ্‌যুক্ত করগে—ঐ যে বাঁড়ুয্যে মহাশয় ও রমণীরমণ বাবু এদিকে আসচেন।

(শক্তি নিষ্ক্রান্ত)—

বাঁড়ুয্যে মহাশয় ও রমণীর প্রবেশ।

ভবানি। তবে বাঁড়ুয্যে মহাশয় ভাল আছেন ত? —কদিন যে আর এদিকে আসেন নি

তারা। অবকাশ পাইনে। দিন রাত্রই চাকরি

ভবা। এত অধিক খাটতে হয় কেন?

তারা। সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর না— য কাজ পাগলা সাহেবের হাতে পড়েছি—আপনারও খাওয়াদাওয়া নেই, কার সঙ্গে আমাদেরও নেই।

ভ। বাঁড়ুয্যে মশাই রমণীর বিয়ের সম্বন্ধে আর কোন পত্র পেয়েছেন?

তা। রমণীর মার এক পত্র পেয়েছি—তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা শ্রীরামপুরের মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দেন। সেত এখন তোমার হাত।

ভ। হাত ঈশ্বরের, তবে আমি উদ্যোগী বটে। আজ রামহরি ভট্টাচার্য্য এখানে আসবেন।

তা। তিনি কে?

ভ। আমার শ্বশুরদের কুলপুরোহিত, ঘটকালি ব্যবসাও করে থাকেন।

তা। তিনি কি অদৃষ্টপুর হয়ে আসবেন?

ভ। হাঁ সেখানকার মত নিয়ে এখানে আসবেন। তার পর রমণীকে দেখে শ্রীরামপুরে যাবেন।

তা। বিবাহ হওয়া না হওয়া কি তুমিই স্থির করবে?

ভ। এক প্রকার বটে।

তা। মেয়েটির মার মত কি ?—

ভ। তাঁর খুব মত আছে।

রাধারমণ। মেয়েটি দেখতে কেমন ?

ভবানি। বেশ সুন্দরী—

রামহরি ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

ভ। আসুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়—তবে সংবাদ ভাল ত ?

রাম। ঈশ্বর প্রসাদাৎ সব মঙ্গল।

ভ। তবে কিছু ঠিক হলো—

রাম। আরে বাম, একটু বিশ্রাম করতে দেও।

ভ। আগে বলুন তার পর জিরুবেন।

রাম। উঃ কি রৌদ্রের উত্তাপ।

ভ। বিয়ের কিছু হলো—

রাম। তৃষ্ণায় উদর পর্য্যন্ত শুষ্ক হয়ে গেছে।

ভ। যা জিজ্ঞাস করছি তার উত্তর দিন না—

রাম। বাপু হে উত্তর দেবার কি আর শক্তি আছে।

ভ। কেন ?

রাম। চারি ক্রোশ পথ হাটা কি সামান্য কায ?

ভ। কেন ষ্টেশনে অনেক গাড়ি ত পাওয়া যায়—

রাম। গাড়ি ঘোঁড়া চড়া কি আমাদের অদৃষ্টে আছে। কর্ত্তা ৸০ আনার পয়সা দেন; ২ পয়সা দিয়ে খেয়ায় পার হই আর বাকি সাড়ে এগার আনা রেলগাড়ি ভাড়া লেগেছে। লোকে বলে আমরা চিরকাল পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খেয়ে বেড়াই; কিন্তু আমাদের জীবন যে কত কাষ্টের, তা কেউ বিবেচনা—করে না।

রাধা। আপনারা এক প্রকার কোকিল জাতীয়।

রাম। উহুঁ গঞ্জে সাঁড।

রাধা। কেন ?

রাম। দেখনা কোন বাজারে কিম্বা গঞ্জে একটা একটা সাঁড় বেড়ায়,—এ দোকানে গেল চাউলের গামলায় মুখ দিলে দোকানি দুর দুর

করে তাড়িয়ে দিলে; আর এক দোকানে গিয়ে ডাইলের ধামায় মুখ দিলে সেখানেও ঐ প্রকার সমাদর।

রাধা। আপনার পাঁজি পড়াটড়া আসে?

রাম। হুঁ আসে?—সব আসে—বেদপুরাণ, তন্ত্র, কোরাণ, বাইবেল, আমার সব কণ্ঠস্থ।

ভবানি। আপনার সেই পাঁজিখানা যদি সঙ্গে থাকে তা একবার পড়ে ফেলুন না—

রাম। সম্মুখে জলখাবারটা প্রস্তুত—আগে এ কাযটা সেরেনিই। আজ কাল সবই নূতন। পাঁজিও যে নূতন হবে বলা বাহুল্য। আর এখন সেকেলে "বেঙ্গমা বেঙ্গমী" "সোনাবকাটি" রূপাবকাটি"—"তালপত্র খাঁড়া" "কাকই শুনতে ভাল লাগে না—তবে কিছু মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন—

শ্রীশ্রীহরিপদ ভরসা।

কৃষ্ণ প্রতি কটু ভাষে কন হেনিবল।
ইউরোপের ফলাফল কহ হিমাচল॥
ডেস্‌ডিমোনা কেন মরে শ্রীরামের হাতে।
বসুদেব কেন খায় বিস্মার্কের পাতে॥

অদ্য অশুভ মস্ত শকাব্দা ১২১। গুরুভক্তি গতাব্দা ৫০। পত্নী প্রতি শ্রদ্ধা স্থিতাব্দা ৪০৫। সুরাপান, বেশ্যাগমন চলিতাব্দা ৩৯। কার্ত্তিকে পিসী হবিদ্‌পক্ষে চত্তারিংশ তিথৌঃ—

অদ্য মঘা নক্ষত্রে, কর্ম্মনাশা যোগে, এলিজাবেথের গর্ব্ভে, পবন-নন্দনের ঔরসে পাঁচি গয়লানির পবিত্র ছাঁচতলায় চন্দ্রাবলীর জন্ম।

এ বৎসর রামা ধোপা রাজা, ফল—স্ত্রীপরায়ণ পুরুষদিগের ব্রাহ্মণীর সুমিষ্ট সম্মার্জ্জনী খাইতে খাইতে স্বশরীরে মক্কায় গমন।

গুঁফি নাপতিনী মন্ত্রী। ফল—যাহারা গর্ভবতী হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই ডারউইনের মাথা মুণ্ড প্রসব করিবে।

এ বৎসর—যাহারা জন্মিবে, তাহারা নিশ্চয়ই কোন সময়ে মরিবে।

যাহারা বিবাহ করিবে, স্ত্রীর প্রতি তাঁহাদের ভক্তি অচলা থাকিবে। জল হইবে না—সাহাবা নদী হইতে জল আনিয়া খাইতে হইবে। আমাদের তর্ক ভুড়ভুড়ি খুড়ো বাবস্থা দিয়েছেন, গঙ্গাজল হইতে এ জল অধিক পবিত্র।

ভয়ানক ঝড় হইবে। হিমালয় পর্ব্বতস্থ সমস্ত অর্ণবযান জল মগ্ন হইবে। মৎস্যবন্দরের ১৬০০ গোপিনীগণের বস্ত্র সব উড়িয়া যাইয়া বাগ্বাজারের মদনমোহনের পাগড়ি হইবে।

শস্য হানি হইবে—লোকে "সভ্যতা" "স্বাধীনতা"—ও কচি কচি প্রস্তরখণ্ড খাইয়া জীবন ধারণ করিবে।

মদের ভাঁটী সব উঠিয়া যাইবে। মহারাণী ইউজিনির ভয়ানক ঘাম হইয়া স্যাম্পেনের নদী প্রবাহিত হইবে। ভগীরথ শ্বশুর কুল উদ্ধারার্থে ভারতে সেই নদী আনিবেন। গণ্ডুষমাত্র খাইলে তেত্রিশ কোটি দেবতার শিরে পদাঘাত করিতে পারা যাইবে।

রুষ ইংরেজ যুদ্ধে—পদ্মীময়রাণীর সখের চরকাটী লুঠ হইবে।

দিন পঞ্জিকা।

মহাবিষুব সংক্রান্তি	২ রা ভাদ্র।
গঙ্গাপূজা	১২ ই কার্ত্তিক।
রথযাত্রা	৫ ই অগ্রহায়ণ।
ঝুলন	১১ ই মাঘ।
দুর্গোৎসব	২৪ শে মে।
মহালয়া	১ লা এপ্রেল।
শ্যামাপূজা	রাধাবাজারে।
জগদ্ধাত্রী পূজা	পুলিসের ঝোলায়।
কার্ত্তিক পূজা	বৰ্দ্ধমানে।
রাসযাত্রা	ঝামাপুকুরে।
শ্রীপঞ্চমী	২৪ শে মাঘ।
শিবরাত্রি	বাগ্বাজারে।
দোলযাত্রা	কালীঘাটে।
চড়ক পূজা	ফৌজদারি আদালতে।

দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশির ফল।

বৈশাখ। মেষ বৃ ষব ঘাস প্রাপ্তি, মিথুনের ডাক্তাব পেনের নিকট পাঠাভ্যাস। কর্কটের মৌলবী সাহেবদেব সহিত সখ্য। সিংহের আলিপুরে বাস। কন্যাব বিলাত গমন। তুলাব বিস্‌ড়ায় বসতি। বৃশ্চিকেব রাজপূজা। ধনুব ডিস্‌রেলিব সহিত মিত্রতা—মকরের গঙ্গাপ্রাপ্তি। কুম্ভব বাধাবাজারে গমন। মীনব নাপিত বন্ধ।

ভবানী। এক মাসেব ফলেই যথেষ্ঠ হয়েছে, যদি আর কিছু থাকে বলুন।

(পাঠ) দেবীব ঝ পানে আগমন। ফল শতমুখী মহার্ঘ্য কিন্তু ভোজনে সুখোৎপত্তি। স্ত্রী স্বাধীনতা—বাস্‌চাটুয্যেব কন্যাব সহিত হরগোপের বিবাহ। বৃদ্ধ পিতা মাতার আহার বন্ধ ও বাসত্যাগ। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে গৃহ বিবাদ। সম্পাদকদিগের মুখ বন্ধ। রামবাবুর কাঁধে চড়িয়া শ্রীমতী হরিমতি বসুব গড়ের মাঠে ভ্রমণ।

দেবীর গমন—(যান নির্দ্দেশ গণনায় অসাধ্য) সম্ভবতঃ ঝোলায—

—ফল— বেলেদহের বড় মা গোঁসাইযের তামাকের ডিবে চুরি।

পঞ্জিকা শ্রবণের ফল।

বিধবার হাবা পতি প্রাপ্তি। আইবুড়োর বিবাহ। বিধবাদের গর্ভ। সিংহের ডিম্ব প্রসব। বন্যার গুলমঞ্চ দর্শন। বুড় ডাক্তাবকে, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্তি—খুঁটে দেবীর—ভারত প্রস্থান। কেরাণীর প্রমোশন ও পূজার সময় ছুট প্রাপ্তি। চতুষ্পাঠির চাকরি প্রাপ্তি, অধিবাংশই বেলওয়েতে।

হরিবোল হরিবোল আল্লা, বস্থল "ওস্‌মানি পেমি হু—Amen

বাধা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ অদ্ভুত পঞ্জিকাখানি কি আপনার প্রণীত?

রাম। না, এখানি সংস্কৃত কলেজের সম্মুখে কুড়িয়ে পাই।

বাধা। প্রণেতা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বোধ হচ্ছে।

ভবানী। আজ কাল এরূপ পণ্ডিতই অনেক। সে যাহা হউক—জয়াবতীর কি বলে পাঠিয়ে দেন?

রাম। তাঁর এ বিবাহে সম্পূর্ণ মত আছে, এখন তারাপতি বাবুর মত হলেই হল।

তারা। রমণীর মার মত আছে ত?

রাম। আমি তাঁর নিকট গিয়াছিলাম, তাঁর ইচ্ছা শীঘ্রই এ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তারা। তবে দেখ্‌ছি কোন দিগেই কোন আপত্তি নাই।

ভবানী। না—তবে ঠিক হলো ত?

তারা। ঠিক বই কি —

সকলে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্রীরামপুর।

হেমাঙ্গিনীর গৃহ।

মোক্ষদা। ও লো হেমা খবর শুনেছিস?

হে। কি খবর গা মোক্ষদা দিদি?

মো। তোর যে বিয়ে লো।

হে। কবে, কোথায়, কার সঙ্গে?

মো। একেবারে অতগুল কথার আমি জবাব দিতে পারি না।

হে। ও লো আমার নেকা আজুলি। ভাল একটা একটা করে জিজ্ঞাসা করছি। কবে?

মো। মাঘ মাসে।

হে। কোথায়?

মো। শ্রীরামপুরে।

হে। কার সঙ্গে?

মো। রমণীমোহনের সঙ্গে।

হে। নামটি দেখছি খুব জাঁকালো—এখন কাজে হলে হয়।

মো। সে কি রকম?

হে। যাহাদের ছেলে পিলে বড় কাল কুৎসিত হয়—বাপ মা আদর করে গোরাচাঁদ নাম রাখে—তুমি এখন সে রকম না হলে হয়—দেখতে কেমন?

মো। ঠিক যেন কার্ত্তিকটি—যেমন রং তেমনি গড়ন, স্বভাব চরিত্রও সে রকম। ৫০৲ টাকা করে মাহিনে পায়।

হে। তবে যে দেখছি রাজযোটক। এখন কেবল দুহাত এক হলেই হয়।

মো। তোর বোন দেখছি সকল তাতেই তামাসা।

হে। এটা আবার তামাসা কি? বরটির যেমন রূপ গুণ বল্লে—রতি কামদেবকে ছেড়ে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করতে ছোটেন।

মো। তোর মনে ধরবে কি?

হে। তা একবার করে বলাতে। কথা শুনেই মন আহ্লাদে ফুটিফাটা হয়েছে; না জানি দেখলে কি হতো।

মো। তোর সঙ্গে কথা কওয়া ভার।

হে। তা বই কি- যাকে কখন দেখিনি—যার বিষয় কিছুই জানিনে—একেবারে তারে ভালবাসবো কি না এ কথা কেমন করে বলবো।

মো। স্বামীকে আবার ভালবাসা বাসি কি? বিধাতার লিখন যার সঙ্গে,—তাকে ভালবাস আর না বাস শ্রদ্ধা ভক্তি করতেই হবে।

হে। স্বামী নাকি তবে চিনের দেবতা।

মো। তোর কথা সব আমি বুঝতে পারি না। চিনের দেবতা কি?

হে। ভাল করবার ক্ষমতা নাই, রাগ হলেই ঘাড়ে চেপে বসেন।

মো। যা হোক শুনেছি বরণী বড় ঠাণ্ডা।

হে। মা ভগবতীর চেয়েও?

মো। মুখে একটি কথা নাই।

হে। তবে আমি বিয়ে করবো না—

মো। কেন্ লা?

হে। তবে সে বোবা।

মো। বালাই বোবা হতে যাবে কেন?

হে। তা বই কি। ভাল মানুষ, মুখে কথাটি নেই, তবে এক রকম বউ মা—

মো। তুই কি রকম বর ভাল বলিস্?

হে। ইসেরায কথা বুঝবে। তুড়ি দিলে কাছে আস্‌বে—দিন রাত ঘণ্টার গরুড়ের ন্যায় কাছে বসে থাকবে।

মো। তোর মেনে সৃষ্টি ছাড়া কথা।

হে। কেন, স্বামী হয়ে যদি স্ত্রীর বশে না রইল—তবে আর বিয়েতে দ'কার?

মো। সে যা হোক্ এখন কাজের কথা বল।

হে। কাজের কথা আবার কি?

মো। বিয়ে করবি ত?

হে। না—

মো। কেন?

হে। ইচ্ছে নেই।

মো। মনে মনে গুমরে মরে কভু কথা কয় না।
কাছে বসে নাগর কাঁদে তবু চেয়ে দেখে না॥

হে। কি কাজ নাগরে মোর কাজ নাই তার মানে।
একলা এসে একলা যাব সার ভেবেছি মনে॥

মো। তবে কেন রূপে গুণে সাজাইলে ভরা।
অবশেষে আধা পথে ডুবে হবি সারা॥

হে। যাবনা প্রেমের পথে তাতে সুখ নাই।
রব না পরের বশে ডুবি ক্ষতি নাই॥

মো। প্রেমেতে জগত বাঁধা প্রেম মহাধন।
সুখ দুঃখ বেচে লয় যেই মহাজন॥

হে। পুরুষ পিরীতি পায় শত নমস্কার।
মজাতে অবলাকুল করে অহঙ্কার॥

মো। পুরুষ প্রকৃতি এই বিধির লিখন।
রমণী ফণিনী শিরে পুরুষ রতন॥

তোর ভাই আর দেখে বাঁচিনে। বিয়ে করবি, মনের মত বর হবে, এর চেয়ে আর সুখ কি আছে?

হে। আমি কখন নিজে বিয়ের সুখ ভোগ করিনি। জানিনে সে সুখ চিরস্থায়ী কি না, তা যা দেখছি তাতে না করাই ভাল।

মো। বিয়েতে আবার দুঃখ কোথায়?

হে। আপনার অদৃষ্টটা একবার ভেবে দেখ না—

মো। তা ভাই তাতে ত আর কারুব দোষ নাই—সকলই আমার কপাল গুণে হয়েছে। কখন কেউ জলে ডুবে মরে বলে কি আর কেউ পুকুরে যাওয়া বন্ধ করে?

কপালের দোষ সব, দোষ দিব কার।
দুঃখেতে কাটিব কাল লিপি বিধাতার॥
যৌবন সরসী মাঝে রমণী কমল।
পিরিতি হিল্লোলে সদা করে ঢল ঢল॥
পুরুষ ভ্রমর আসি করে মধুপান।
ভ্রমব বিহনে কোথা কমলের মান॥
কমলে না হতে মধু ভৃঙ্গ উড়ে গেল।
মরমের আশা যত মরমে রহিল॥
কাহারে বল না বলি মনের বেদনা।
দিবা নিশি সহিতেছি অশেষ যন্ত্রণা॥
পিতা নাই, মাতা নাই, গেছে প্রাণপতি।
বল দেখি অবলার কিবা আছে গতি॥
গরল খাইলে কিম্বা জলে দিলে ঝাঁপ!
যায় কি না ভাবি তাই মম মনস্তাপ॥
হৃদয় খুলিয়া দেখি সব অন্ধকার।
নিবেছে আশার দীপ জ্বলিবে না আর॥
গরলে পূরিত দেখি নিখিল ভুবন।
সমান হয়েছে মোর জীবন মরণ॥

হে। দিদি তোমার অবস্থা একবার ভাবলে পাষাণও ফেটে যায়। জেনে শুনে কে আর সাপের গর্ত্তে হাত দিতে যায় বল।

মো। তা বোন আর কি করবো? অদৃষ্টে যা লেখা আছে—তা অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তবে দিন রাত বসে বসে না কেঁদে হেসে খেলে বেড়াই।

হে। তোমার কিন্তু দিদি ভারি সহ্য গুণ।

মো। যা আরাম হবার নয়, তা অবশ্যই সহ্য করতে হবে।

হে। দিদি মনের কথা খুলে বল্লে লোকে পাগল বলে—পাছে বিয়ে করলে মা পর হন, এই ভয়েতেই বিয়ে করতে মন যায় না।

মো। তুই বড় পাগল। মা বাপের উপর শ্রদ্ধা ভক্তি কি কখন যায়? আর যখন বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে হয়, সে সময়ে কোন বিষয়ে একটু কষ্ট হলে, বাপ মার প্রতি মায়া দশ গুণ বাড়ে।

হে। যে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রোজ রোজ আমার কাছে পড়তে আসে, তাদের ফেলে যেতে বড় দুঃখ হয়।

মো। তা ভাই যখন মেয়ে হয়ে জন্মেছ, তখন মা বাপ ছেড়ে থাক্‌তে হবে, তখন অন্য লোকের কথা ছেড়ে দাও।

হে। পরমেশ্বর যদি বিয়ের সৃষ্টি না করতেন, তা হলে বড় ভাল হতো।

মো। পরমেশ্বর তোমার মত ভটচার্যি মশায়ের কথা শুনলে তাই করতেন।

হে। মা কি বিয়ের কিছু ঠিক করেছেন?

মো। ঠিক করতে কি আর বাকি আছে। বলিরাজা কুশ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন—বামন হাত পেতে নিলেই হয়। এই মাঘ মাসেই দু হাত এক হবে।

হে। এত শিগ্‌গির?

মো। আর কি বয়েস আছে? এত দিন বিয়ে হলে সাত ছেলের মা হতে।

হে। আমি কি এত বড় হয়েছি?

মো। যৌবন চার দিগ দিয়ে ফেটে পড়ছে। যৌবন সাগর উথলে উঠেছে।

হে। তুই দিদি অনেক রসিকতা জানিস তোর সঙ্গে কথা কওয়া ভার।

মো। কাজেই এখন মনোমত কথা হয়েছে কি না।

হে। তোমার কথা শুনতে বড় ভালবাসি।

মো। আজ যেমন খোস্‌খবর দিলাম, রোজ রোজ এমন কোথায় পাই?

হে। আমি বুঝি তাই বলছি?

মো। পেটে খিদে মুখে লাজ এ বড় তামাসা।
সরোবর তীরে বসে না যায় পিপাসা॥

হে। তোর ভাই সকল কথাতেই শ্লোক সমিস্যে।

মো। সন্ধ্যা হয়ে এলো এখন চল্লেম।

হে। দিদি আবার কবে আস্‌বে?

(নিষ্ক্রান্ত)

মো। বোধ হয় পোরশু।

হে। যথার্থ বিয়ে হবে! যা হোক না জেনে শুনে পরের হাতে মন প্রাণ সব দিতে হবে। দেখি কিসে কি হয়।

গীত।

ঝিঝিট, আড়া।

বালিকা বুঝিতে নারে আপনার মন।
কেমনে বুঝিবে সেই পুরুষ কেমন॥
পুরুষ আর প্রকৃতির, ভিন্ন মানস শরীর,
না জানি নরনারীর মিলন কেমন॥
(তবে) পর যদি আপন হয়, সুখ দুখ সমুদয়,
হৃদয়েরি ভার লয়, ভাবিয়া আপন।
তা হলে অবলা বালা, ভুলিয়া সকল জ্বালা,
করিয়া কণ্ঠের মালা, করে রে যতন॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণনগর।

তারাপতি বন্দোপাধ্যায় ও রাধারমণ মুখোপাধ্যায় আসীন।

রাধা। তবে শ্রীরামপুরের মেয়েটীই স্থির হলো।

তারা। হাঁ—মেয়েটী বড় দেখ্‌তে ভাল।

রাধা। রমণীর আজও বিশ্বাস হয়নি।

রমণীমোহনের প্রবেশ।

রমণী। রাধারমণ, ভাই বড় মজা হয়েছে, মা খুব এক কারখানা করে বসেছেন। এই নেও ছাই তাঁর পত্র পড়। (তারাপতিকে দেখিয়া) আপনি এখানে আছেন দেখ্‌তে পাইনি।

তারা। তুমি ত কোন অন্যায় কার্য্য করনি—তবে অপ্রস্তুত হচ্চ কেন?

রমণী। না ঐ পত্রের কথা বলছিলাম –

তারা। দেখি তোমার মা কি লিখেছেন?

রমণী। এই দেখুন।

তারা। (পাঠ)

প্রাণপ্রতিম রমণী—

অনেক দিন তোমার পত্র পাইনি। পত্র লিখ্‌তে এত বিলম্ব কেন কর জানিনে। ভাবনায় মন কিরূপ অস্থির হয়েছে বল্‌তে পারিনে। নিজে মন্দভাগিনী আগেই কু চিন্তা এসে মনে উদয় হয়। জগদীশ্বর তোমাকে সচ্ছন্দ শরীরে রাখুন। চাতকির ন্যায় তোমার পত্রের অপেক্ষায় আছি। শীঘ্র একখানি পত্র লিখে সমস্ত ভাবনা চিন্তা দূর কর্‌বে। সম্প্রতি—তোমার একটি বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছি। মেয়েটি দেখিতে সুন্দরী—বয়স ১৪ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে। বাপ নাই—মার হাতে কিছু টাকা আছে। কিছু পৈত্রিক সম্পত্তিও আছে। মাঘ মাসে বিবাহ হইবে। ছুটী লইয়া শীঘ্র বাড়ী আসিবে। ১৪ই মাঘ দিন স্থির হইয়াছে।

রাধারমণকে সঙ্গে করে নিয়ে আসিবে। তোমার পত্রে—তাঁর সুখ্যাতির বিষয় শুনে, তাঁকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়েছে। তিনি তোমাকে সহোদর অপেক্ষা স্নেহ করেন, ভাল বাসেন। আমাকেও অবশ্য ভক্তি শ্রদ্ধা করবেন, এরূপ বিশ্বাস হয়। তোমার জন্য আর একটি পুত্র পাইব। রাধারমণকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। আমি ভাল আছি। তুমি সুখে থাক, রাজা হও,—এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা—

জয়াবতী—

তারা। তবে দেখছি সব ঠিক হয়ে গেছে। রাধারমণ বাবু তুমি জয়াবতীকে একখানি পত্র লেখ। সমস্ত আয়োজন করিতে বলিবে। আমি যাইতে পারি কিনা সন্দেহ।

রমণী। কেন?—

তারা। ছুটি পাওয়া ভার। তবে সাধ্যমতে চেষ্টা করিব।

রাধা। গহনা দিতে হবে ত?

তারা। জয়াবতী আমাকে এক দিন বলেছিলেন তাঁর যে সমস্ত অলঙ্কার আছে—তৎ সমুদায়ই দিবেন। সে জন্য কোন ভাবনার বিষয় নাই। আমি তবে এখন চল্লাম।

(নিষ্ক্রান্ত)

রমণী। দেখলে ভাই মা কেমন মজা করেছেন।

রাধা। মজা ত কিছু দেখতে পাইনে। বেশ ত বিয়ে হবে, সংসারী হবে।

রমণী। এবারেই রমণীর দফা রফা হলো। আমার আবার বিয়ে--

রাধা। কেন?

রমণী। ঘর নেই দোর নেই—তাতে আবার তোমার বিয়ে হয় নি।

রাধা। এ মন্দ কথা নয়।

রমণী। কেন?—

রাধা। কেন কি বল? আমার বিবাহ হয় নি বলে কি তোমার বিয়ে হবে না। আর আমার বিয়ে ত হবে;—মার পত্র দেখেছ ত?

রমণী। সে এখন অনেক দেরি। "সাতমন তেলও হবে না রাধাও

নাচবে না"। তাতেআবার তুমি যে কালো—অমন কালো ছেলেকে কে বিয়ে দেবে ?

রাধা। তোমার শাশুড়ি আগে টের পেলে আমাকেই মেয়ে দিতেন।

রমণী। কেন বড় সাহেবের বড় বাবু বলে ?

রাধা। তা নয় ত কি ? —এখন কি আর কেউ রূপ খোঁজে—না চেহারা দেখে ?

রমণী। চেহারার একজামিনে তুমি first medal পেতে পার। ঠিক যেন নব কার্ত্তিক। কুমার শাপভ্রষ্ট হযে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেছেন।

রাধা। সে সব কথা এখন ছেড়ে দেও—আর ত দেরি নেই, বিয়ে করতে যেতে হবে যে তার ঠিক করেছ কি ?

রমণী। বিয়ে আবার কেন ?—আর সাহেব যে অবতার—ছুটি পাওযা ভার।

রাধা। তা বই কি ? বিয়ের দরকার কি ? এত বড় হলে দাড়ি গোঁপ উঠলো এখন বিয়ে না হলে ভাল দেখায় না। ছুটীর জন্য ভাবতে হবে না—আমি দিয়ে দেব।

রমণী। আমার যদি বিয়ে না হলে ভাল দেখায় না—তাহলে তোমার নিজের কি হয় ?—বয়েসের গাছপাথর নেই ; বিয়ের সময় শিবের বিয়ের ব্যাপার হবে। শাশুড়ি বরণডালা মাথায় ভেঙ্গে--ডুক্‌রে কেঁদে উঠবে। রাত্রে ও চেহারা দেখলে ছেলেরা শিউরে উঠে। ছুটি তুমি দিয়ে দেবে, বিয়েটাও কেন তুমি করে এসনা ; তা হলে আইবুড় নাম টা ঘুচে যাবে।

রাধা। কেন আমাদের কি বিয়ে হয় না ?

রমণী। শাক মাছ কেনার মত।

রাধা। সে কি রকম ?

রমণী। হাইয়েষ্ট বিডারে।

রাধা। রূপ দেখেই কি বিয়ে দেয় ?

রমণী। তা অনেকটা। দর্শন ডালিটে ভাল চাই কথায় বলে A good face is a better recommendation.

রাধা। বিয়ে করে ফিরে এসে প্রত্যহ তোমার গায়ে একবার করে গা ঘস্‌বো। তা হলেই আমার কার্য্য সিদ্ধি হবে।

রমণী। কিন্তু একটু ভয় আছে।

রাধা। কি ভয় ?

রমণী। পাছে আমার গায় কস লাগে, আর তোমার monomania হয়।

রাধা। মনোম্যানিয়া আবার কি ?

রমণী। পাছে বিয়ের জন্য খেপে ওঠ।

রাধা। Bravo!

রমণী। Ditto to Mr. Burke.

রাধা। এখন ওসব জেঠাম রাখ; আর ত দিন নেই—উদ্যোগ করতে হবে ?

রমণী। আমার বিয়ের আবার উদ্যোগ কি ?—

Veni Vidi Vici—

কারপেটের ব্যাগ হাতে নেব, বগুলা ষ্টেশনে গাড়িতে উঠ্‌বো, বারাকপুরে নামিব, শ্রীরামপুরে যাব, বিয়ে করবো, আর বউ বাবুকে কাঁদে করে নিয়ে আস্‌বো।

রাধা। এ মন্দ পরামর্শ নয়।

রমণী। তুমি যাবে না ?

রাধা। আমায় নিয়ে যাবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ?

রমণী। ছালনাতলার ব্যাপারটা তোমার দ্বারায় সেরে নেবার ইচ্ছা আছে।

রাধা। কেন ?—নাড়া দেবো আমি—আর ফল খাবে তুমি ?

রমণী। না হয় তোমায় খোসাখানা দেব ?

রাধা। ভায়া যেন দাতাকর্ণ।

রমণী। কবে যেতে হবে ?

রাধা। আর যে দেরি সয় না ?

রমণী। যখন শিকল পায়ে দিতে হবে—তখন সেটা আগে থেকে সইয়ে রাখা ভাল।

রাধা। বউবাবুর প্রেমের নাকি ?

রমণী। শ্রীমতীর হাতের।

রাধা। হাতের কেন ?

রমণী। ডুগি বাজালে নাচিবার জন্যে।

রাধা। তুমি হতে পার বটে।

রমণী। বুড়ো বয়সে বিয়ে করলে সকলেই হয়ে থাকে।

রাধা। তুমি বড় জেঠা হয়েছ।

রমণী। আজও খুড়ো আছি।

রাধা। কেন?

রমণী। তোমার উপর যেতে পারিনে।

রাধা। যাহোক বিয়ে করতে গিয়ে যেন আমাদের ভুলে থেকো না—বলতে কি, তোমায় ছেড়ে থাকতে বড় কষ্ট হয়—এতদিন কেমন করে থাকবে ভাবছি।

রমণী। তবে আমি যাবো না।

রাধা। তুমি দেখ্‌ছি ভারি ছেলে মানুষ।

রমণী। যাতে তুমি কষ্ট পাও এমন কায করতে চাইনে। তুমিও চলনা।

রাধা। সকল কাযে mentor হতে পারিনে। আর ছুটী পাব কেন?

রমণী। চেষ্টা দেখেছিলে কি?

রাধা। জিজ্ঞাসা করা অন্যায়।

রমণী। তবে মাকে বলে এখন বিয়ে বন্ধ করে রাখি, তোমার বিয়ের ঠিক্ হলে দুজনে একত্রে যাব।

রাধা। তা হতে পারে না।

রমণী। তবে আমায় একাই যেতে হবে?

রাধা। কাযেই এই মোহরটী নেও বউমার মুখ দেখানি দিও।

রমণী। আমার মুখদেখানি দিলে না?

রাধা। ফিরে এসে দেব।

রমণী। কেন এখন?

রাধা। এইটি—

My son is my son till he gets a wife.

রমণী। ঠিক কথা, কিন্তু আমি সে রকম হবো না।

রাধা। অনেকেই ও রকম বলে থাকে। দেখনা কেন নলিনী দাদা দ্বিতীয়

পক্ষে বিয়ে করে কি এক কারখানা কর্‌লেন। শেষে সিঁদ মোয়ানে ধরা পড়্‌লেন।

রমণী। তাঁর ত একটি ছেলে আছে, তবে আবার কেঁচে বস্‌লেন কেন?

রাধা। এটিই লোকের ভ্রম। তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল না—বাপ মার অনুরোধে ফের বিয়ে করতে বাধ্য হলেন।

রমণী। তোমাকে কিন্তু তিনি বড় ভাল বাসেন।

রাধা। সহোদর অপেক্ষা অধিক যত্ন করেন, স্নেহ করেন, ভাল বাসেন। কিসে আমি ভাল থাক্‌বো, সুখে থাক্‌বো দিন রাত তাঁর এই চিন্তা। ভাব দেখি আমি তাঁর কে? তথাপি তাঁকে আপনার না মনে করে থাক্‌তে পারিনে।

রমণী। তোমাকে কেন? সকলকেই তিনি স্নেহ মমতা করেন। আমি তাঁর ন্যায় উদার চরিত্রের লোক দেখতে পাইনে। এখন চলিলাম —সাবধানে থেকো।

(নিষ্ক্রান্ত)

রাধা। রমণীকে বিদায় দিতে হৃদয় কেঁদে উঠলো কেন?—আহা পবিত্র সৌহার্দ্য কি মধুর! রমণী আমাকে যেরূপ ভাল বাসে আমিও তাকে তার অপেক্ষা সহস্র গুণ ভালবাসি। জগদীশ্বরের কেমন সৃষ্টি কৌশল! বিদেশে আত্মীয় বর্গ হইতে দূরে থাকিতে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত সুহৃদ বর্গের স্নেহ ও যত্ন সে অভাব পূর্ণ করে। মন শান্ত থাকে! প্রকৃতবন্ধু জীবন বৃক্ষের সুমধুর ফল। জগতে, যে, এরূপ দেবতাদুর্লভ ফলের পিযূষসম রসপানে বঞ্চিত, তার ন্যায় হতভাগা আর নেই। রমণী চলিয়া গেল। আমি একাকী রহিলাম। মন বড় খারাপ হচ্ছে—যাই একটু বেড়াইগে।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামপুর।

বাসর ঘর।

কতকগুলি প্রতিবেশিনীর প্রবেশ।

প্র। তার পর সেই জামাইটে করলে কি প্রদীপটে নিবিয়ে দিলে। আর কেমন করে সে ঘরে থাকি? সবশেষই বেরিয়ে গেলাম। সে দোর দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল।

দ্বি। দোজবেরে হলেই ওরকম হয়ে থাকে। তাদের আর কি ফাকা আমোদ ভাল লাগে।

প্র। ও কথা বলো না, সে দিন বাঁড়ুয্যেদের লক্ষ্মীর বাসর ঘরে কত আমোদ হয়েছিল। জামাই দোজবেরে বটে, কিন্তু হাজার হোক লেখা পড়া জানে, ভাল চাকরী করে। আমাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বসে রইল—আমরা চলে আস্‌ছিলাম বলে, কত মিষ্টি কথা বলে আমাদের বসিয়ে রাখলে। আহা! কথা শুন্‌লে কান জুড়িয়ে যায়, তা লক্ষ্মীর যেমন মন তেমনি বর ও হয়েছে। তা ভাই ও বিয়ে কি হতো?

তৃ। কেন গা?

প্র। দোজবেরে বলে আগে লক্ষ্মীর মার কিছুতেই মত হয় নি, শেষে বাঁড়ুয্যে মশাই ধনুক ভাঙ্গা পণ করে বসাতে কাজেই রাজি হতে হলো।

দ্বি। বরের বয়েস কত?

প্র। ৩১ বৎসর।

দ্বি। ও মা লক্ষ্মীর মার এতেই এত, না জানি বেশী বয়েস হলে কি না করতেন। বর ত তবে দুধের ছেলে। ও বয়েসে ত অনেকের বিয়ে পর্য্যন্ত হয় না। তারা কি কুলীন?

প্র। ভারি কুলীন। ওদের মত কুলীন এ দেশে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঁড়ুয্যে মশাই বিয়ের সময় বলেছিলেন "আমার কোন পুরুষে যা পারেনি আমা হতে আজ তা হলো।"

দ্বি। তুমি যা বল, আমি কুলীনগুলোকে দুচক্ষে দেখতে পারিনে। এক এক জনের গণ্ডাদরে বিয়ে, বউদের সঙ্গে প্রায় ভাসুর ভাদ্দোর বউ সম্পর্ক। দশ বছরে একবার দেখা হয় কিনা সন্দেহ। ওরকম বিয়ের চেয়ে চিরকাল রাঁড় হয়ে থাকা ভাল।

প্র। আর সাত জন্ম রাঁড় হয়ে থাক্‌বার কামনা করো না। রাঁড় হওয়ার সুখ ত বেশ টের পাচ্ছ।

দ্বি। কেন দুঃখটা আর কি?—খাচ্চি দাচ্চি আর পাঁচ জনের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করে বেড়াচ্ছি।

প্র। পোড়া কপাল অমন খাওয়া পরার। যা হোক এখন ভাল হয়ে বসো ঐ দেখ জামাই আস্‌ছে। মুখখানি কেমন হাঁসি হাঁসি দেখছো। শ্রীখানিও বেশ আছে।

দ্বি। এখন হেমার ভাগ্যে মাখাল ফল না হলে বাঁচি।

চারিজন স্ত্রীলোকের সহিত বরের প্রবেশ।

প্র। এস ভাই রমণী—তোমার নামটি যেমন এখন কাজে সে রকম হলে ভাল হয়।

রমণী। আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করি আমার এমন ক্ষমতা নাই—তবে আপনারা রমণী আর আমিও রমণীমোহন, এখন দেখি আমার হাত যশ আর আপনাদের কপালে কত দূর হয়ে উঠে।

প্র। ভাই তোমার গান বাজনা আসে?

রমণী। আমার হনুমানের মতন গান শিক্ষা—

প্র। সে কি রকম?

রমণী। যা গাব নিজেরই ভাল লাগবে।

প্র। যা হোক তুমি একটি গান গাও।

রমণী। আগে আপনি একটি গান।

প্র। একান্ত যদি না ছাড় তবে কাজেই—

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

এস এস হে রসরাজ রমণী সমাজ।
তুষিব তোমারে আজি ছাড়িয়ে সব কাজ॥
গৃহ-কারাগারে রয়ে, থাকি কত দুঃখ সয়ে,
ননদী বাঘিনী মেয়ে, পতি গেছে হেনে বাজ॥

রমণী। আপনি বেশ গানটি গেয়েছেন। আপনার গলা যেমন মিষ্টি গানটিও তেমনি ভাল, আর একটি গান্‌না।

প্র। এ মন্দ কথা নয়, আমি গেয়ে তোমায় ভয় ভাঙ্গা করে দিলাম—ফের আমি গাইব?

রম। ভয় আবার কিসের?

প্র। রমণীকটাক্ষের।

রম। ভয়ের ত কিছু দেখতে পাইনে।

প্র। তবে তুমি কাণা—

রম। কেন?

প্র। এতগুলি ফুল ফুটে রয়েছে তুমি তার একটিও দেখতে পেলে না।

র। আমি বাঁশবাগানে ডোমকানা—প্রত্যেকটিকে দেখলেই ঘ্রাণ নিতে ইচ্ছা করে। এখন কোনটি তুলি তাই ভাবছি।

দ্বি। যেটিকে মনে ধরে।

র। ভক্তের কাছে সব দেবতাই সমান।

প্র। তবুও ইতর বিশেষ আছে। মাখাল ঠাকুরও ঠাকুর আবার কৃষ্ণ ঠাকুরও ঠাকুর।

র। গুবরে পোকা হয়ে কি পদ্মের মধু খেতে সাহস হয়?

প্র। ভাই এ সব কাজে সাহস চাই—বলে

আঠে পিঠে দড়।
ত ঘোড়ার উপর চড়॥

র। মনে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু ভয় হয় পাছে পড়ি।

প্র। যদি পড়বার ভয় থাকে, তবে কখন ওপর দিকে নজর দিও না; শেষে হাড় গোড় ভাঙ্গা দ হয়ে পড়বে?

কথায় বলে—

গগণে উঠিলে শশী অন্ধকার হরি।
সুধা আশে নৃত্য করে চকোর চকোরী॥
পেচক হাসিয়ে বলে এ কি রঙ্গ হেরি।
কি শোভা চাঁদেতে আছে বুঝিতে না পারি॥

রমণী। এসেছি নূতন আজ প্রেমের বাজারে।
মূল ধন শুদ্ধ যাবে এই ভয় করে॥
আজ দেখি এ যে এক নূতন বিভ্রাট।
খুলেছে সকলে নিজ মনের কবাট॥
জীবন যৌবন সব সাজায়েছে ডালা।
দেয় তায় আশা-বারি যতেক অবলা॥

প্র। কিনে বেচে চলে যাও হয়ে সাবধান।
আগু পেছু হাঁটলে পরে হারাবে পরাণ॥
জামাই তুমি একটি গান গাওনা ভাই।

রমণী। কোকিলের সমাজে পেচকের রব আর কে শুনতে ইচ্ছে করে?

দ্বি। আমরা কি আর গান বাজনা জানি? তুমি পুরুষ মানুষ, লেখা পড়া জান, দশ জায়গায় যাও, কত ভাল ভাল লোকের গান শুনতে পাও।

রমণী। যদি নিতান্তই না ছাড়েন, তবে একটা গাই।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

বলনা বলনা, ছাড়িয়ে ছলনা,
কাহার ললনা তুমি ও সই।
বসনে ঢেকেছ বদন-চাঁদে, পিপাসায় দেখ চাতকী কাঁদে,
বেঁধেছ আমারে রূপের ফাঁদে,
বলনা এখন (আমি) কোথা যাই॥

তৃ। বা। বিব্বী গান্‌টি।

র। আমিত যাহোক এক রকম গেয়ে ফেললাম, এখন আপনি একটী গান্।

প্র।—

গীত।

ভৈরবী কওয়ালী।

পরেরে সঁপিয়ে প্রাণ একি হলো দায়।
প্রাণ লয়ে, মন লয়ে এখন সে যেতে চায়॥
পুরুষ সরল জেনে
মন দিলাম তায় মনে মনে,
এখন বল সে কেমনে,
ছাড়িল আমায়॥

রমণী। আপনার গলাটি এমনি মিষ্টি ইচ্ছা হয় দিন রাত বসে আপনার গান শুনি।

প্র। হেমাকে কত গান শিখিয়েছি, তোমাকে কত শোনাবে।

রমণী। এখন ত ছেলে মানুষ—

প্র। পাকাকলা—খেলেই হলো।

রমণী। তবু এখনও কাঁচা গন্ধ আছে।

প্র। আচ্ছা ভাই হেমাকে তোমার মনে ধরেছে?

রমণী। গাছে ফুল দেখে কেমন করে বল্‌বো গন্ধ আছে কি নেই।

প্র। গোলাপ ফুলের গন্ধ আছে কি না তাও কি কাহাকে বলে দিতে হয়? রং দেখলেই মন খুসী হয়।

রমণী। আমার ভাগ্যে যদি শিমুল ফুল হয়।

প্র। ভ্রমরের অদৃষ্টে নলিনীই জুঠে থাকে, আর গুবরেপোকার ভাগ্যে শিমুল ফুল।

রমণী। আপনারা সকলেই বসে আমোদ প্রমোদ কর্‌ছেন কিন্তু যার জন্যে এ সব সে কেন চোরের মত বসে আছে ?

প্র। বিয়ের কনে,—কাজেই একটু লজ্জা হয়।

রমণী। নাচ্‌তে বসে আর ঘোমটা ভাল দেখায় না—

প্র। আজও ভয় ভাঙ্গা হয় নি।

রমণী।

হায় গো আমার লজ্জামুখী লজ্জাবতী লতা।
প্রেম সাগরে ভাস্‌ছ তবু মুখে নাই কথা ॥
নাগর দেখে গরব করে কেন হেঁট মুখে।
ওলো সুখের রজনী কেন কাটাতেছে দুঃখে ॥
ঘোমটা খোল বদন তোল দেখি মুখ খানি।
লজ্জা পেয়ে চাঁদ পালাবে মনে হার মানি ॥
ওঠ ওঠ ওলো ধনি আমি ধরি তব পায়।
দেখ দেখ চেয়ে দেখ প্রিয়ে রজনী যে যায় ॥

প্র। তুমি ভাই কিন্তু খুব। তোমার জিনিস তোমারই থাকবে। দু দিন পরে সব হবে;—আর যে তোমার ঘর চলে না দেখি। বলে—

কমল কলিকাদেখে ভৃঙ্গ নাড়ে ডানা।
দিবানিশি মধু আশে দেয় হানা তানা ॥
কুমুদী মেলায় আঁখি না যাইতে দিন।
দিনমণি তাপে শেষে হয় তনু ক্ষীণ ॥

যা হোক ভাই তুমি আর একটি গান গাও রাত শেষ হলো। আমরা ঘুমুইগে, তুমিও আপনার লোক নিয়ে নূতন ঘর কন্নার সূত্রপাত কর।

রমণী। যখন হাতে সুতো বেঁধেছি তখনই ঘরকন্না আরম্ভ করেছি। তবে আজ প্রীতি সাগরের প্রথম বন্দর এসে পৌঁছিলাম।

গীত।

ললিত আড়াঠেকা।

আসি তবে ওলো প্রিয়ে,
বিদায় দেও হাস্য-বদনে।
থেকোনা, থেকোনা, ভুলে,
মনে মনে পর জ্ঞানে॥
চলিলাম বটে আমি,
মন লয়ে রইলে তুমি
বিচ্ছেদেতে প্রাণ জলে, বলি কাহারে;
পুন যবে দেখা হবে
সব মনোদুখ যাবে,
নইলে জনমের তরে
এই দেখা তোমার সনে॥

প্র। তবে ভাই আমরা চল্লাম।

রমণী। আসুন।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামপুর।

কমলাদেবীর গৃহ।

কমলাদেবী, বগলা ও রমণীমোহনের প্রবেশ।

বগলা। যাবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন? না হয় এখানথেকেই একেবারে কৃষ্ণনগরে যাবে।

রমণী। অল্প দিনের ছুটী নিয়ে এসেছি, বেশি দেরি কর্‌তে পারবো না; আর বাড়ী হয়ে যেতেই হবে। মার সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে।

বগ। শুনেছি তোমার ত মা নেই।

রমণী।—মা এ হতভাগাকে ছেড়ে অনেকদিন চলে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর অপেক্ষা অধিক স্নেহময়ী জননী পেয়েছি।

কমলা। দিদি তা জান না?—আমি ভবানীর কাছে তাঁর বিষয় শুনেছি। তাঁর জন্য আমার রমণীকে পেয়েছি। তাঁর বিলক্ষণ মত ছিল বলেই ত এই বিয়ে হলো। আহা! তাঁর কত মায়া,—রমণীকে ছেড়ে এক দণ্ড থাক্‌তে পারবেন না। বাছাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে পর্য্যন্ত এক রকম পাগলের মত হয়ে গেছেন। এই বিয়ের সমস্ত খরচ পত্র দিয়েছেন। বড় মানুষের মেয়ে অনেক গহনা-গাঁটী ছিল, সব আমার হেমাকে দিয়েছেন। রমণীকে এত ভাল বাসেন যে এখান পর্য্যন্ত আস্‌তে চেয়ে ছিলেন। পাছে কেউ কিছু মনে করে, দুকথা বলে,—তাই আস্‌তে পারেন নি। রমণী—আমার কে আছে?—হেমাঙ্গিনী আমার যথার্থ অনাথিনী—যে কষ্টে বাছাকে মানুষ করেছি তা ত ভগবানই জানেন। আমি কেবল তোমার মুখপানে চেয়ে হেমাকে তোমার হাতে দিয়েছি। দেখ যেন বাছা আমার অযত্নে কষ্ট না পায়।

রমণী। মা আমিত দুঃখের স্বাদ পেয়েছি; যে একবার দুঃখ ভোগ করেছে সে কখন কি দুঃখ দেখে চুপ করে থাকতে পারে?

কমলা। তোমাকে আর কি বলিব—আমার পুত্রসন্তান নেই—পরমেশ্বর সে বিষয় আমায় বঞ্চিত করেছেন। এখন তুমিই আমার সব হলে। তোমাকে পেয়ে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েছি।

রাজার ঘরণী হয়ে পথের কাঙ্গালি।
যে দুঃখে পুড়িছে মন কাহাকে বা বলি॥
বড় সাধ ছিল মনে রাজমাতা হব।
বিধাতা সাধিয়ে বাদ কেড়ে নিলে সব॥

(রোদন)

রমণী। মা আপনি কাঁদবেন না—আশীর্ব্বাদ করুন, আমি আপনার সব দুঃখ মোচন করিব। প্রাণপণে আপনার পদসেবা করিব। কিছু দিন অপেক্ষা করুন মার সঙ্গে আপনাদের সকলকে কর্ম্ম-স্থানে নিয়ে যাব। সেখানে, পরমেশ্বর যা দিচ্চেন, তাতেই সুখে থাকিব। অনেক দুঃখ ভোগ করেছি। আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে আর দুঃখকে নিকটে আস্‌তে দেব না। সামান্য কুঁড়ে ঘরে থেকে রাজ-অট্টালিকায় আছি জ্ঞান করিব। আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে থাকিব।

কমলা। আর যে কখন সুখের মুখ দেখবো এমন কপাল আমার নয়।

রমণী। আমাহতেই আপনারা সুখী হবেন।

কমলা } বগলা } আমরা তবে এখন চল্লেম। কাল সকালেই কি যাত্রা কর্‌তে হবে। আর দুদিন থাক্‌লে ভাল হতো। আজ ৮ দিন অন্ধকার ঘর আলো হয়ে ছিল।

রমণী। আর দেরি কর্‌তে পারিনে। কাল সকালেই যাব।

কমলা। আর কি বল্‌বো—সর্ব্বদাই পত্র লিখ্‌বে। অদৃষ্টপুরে তোমার যেমন মা আছেন, তোমার জন্য দিবারাত্র ভাবেন, এখানেও আমি একজন সে রকম এখানে রহিলাম। অবশ্য অবশ্য মধ্যে মধ্যে

পত্র লিখো; আগে এক হেমার জন্য ভাবিতাম এখন আবার তোমার মঙ্গল কামনা দিবারাত্র ভাবিতে হইবে। যখন ছুটি লইয়া বাড়ী আসিবে একবার এখানে আসিতে ভুলিও না—পূজার সময় এখানে যেন আসা হয়।

রমণী।—আপনার আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালন কর্‌বো।

(কমলা, বগলা নিষ্ক্রান্ত)

হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।

রমণী—একি! আজ যে অমাবস্যা রাত্রে পূর্ণচন্দ্রোদয় দেখতে পাই।

হে। চকোরের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হলে অমাবস্যা রাত্রে কেন দুই প্রহরের সময়েও চন্দ্রোদয় হয়ে থাকে।

রমণী। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে কিন্তু এ চন্দ্র নিষ্কলঙ্ক।

হে। ষোলকলা পূর্ণ হলে কলঙ্ক প্রায় লুকিয়ে থাকে।

রমণী। হরের নীলকণ্ঠ যে রকম শোভার জন্য চন্দ্রের কলঙ্কও সেরূপ।

হে। সে যা হোক তোমার দেখতে পাই ভারি সাহস। আমার কিন্তু কেমন এক রকম লজ্জা হচ্চে।

রমণী। ফুট্‌লে কলি, জোঠে অলি, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে।
বিয়ের কনে বরের কাছে হেঁসে হেঁসে বসে॥

হে। রবাহূত অলি আসে মধু গন্ধ পেলে।
গুণ গুণ রব করে পায়ে ধরে ছলে॥

রমণী। বাজলে বাঁশী মন উদাসী ঘরে রইতে নারি।
বঁধুর কাছে মনের কবাট খোলে ধিরি ধিরি॥

হে। একি জ্বালা দিনের বেলা চোর আসিল ঘরে।

রমণী। শক্ত করে প্রেম নিগড়ে বাঁধিয়ে রাখ চোরে॥

হে। শিকলি কাটা চোরেরে রাখব কেমন করে।

রমণী। যত্ন করে রাখ্‌লে পরে কভু পালাতে নারে॥

হে। আমি তোমার কাছে হার মানলেম।

রমণী। এ যুদ্ধে হার আমার।

হে। কেন?—

রমণী।—পঞ্চবাণ।

হে। তোমার যে দুইবাণ আছে তার কাছে পঞ্চবাণ কোথায় লাগে।

রমণী।—আমার আবার বাণ কোথায়?—

হে। কেন মোন ভোলান কথা—আর অভিমান।

রমণী।—তোমাব ও ৪ টি আছে।

হে। কি কি?

রমণী। হাব,ভাব, রূপ—ও মোহিনীশক্তি।

হে। সত্যি করে বল দেখি কালই কি যাত্রা করতে হবে?—

রমণী। কালই।

হে। এত তাড়াতাড়ি কেন?—

রমণী।—পরের চাকরি করতে হয় আর দেরি করতে পারিনে।

হে। চাকরিই কি এত বড় হলো।

রমণী। তুমি আব আমাকে বাধা দিও না—তুমি নিষেধ করলে কথনই যেতে মন সরবে না—

হে। আর দুদিন থাক।

রমণী। স্বর্গ ছেড়ে যেতে কার সাধ?—কে সাধ্বি স্ত্রীর পবিত্র প্রণয়ের পীযূষ-সম সমধুর ফলভোগে ইচ্ছা করে বিমুখ হয়?—

হে। দেখ আমি বালিকা নহি।

রমণী। তোমায় বালিকা কে বলে?—তুমি সুখ সাগরের সেতু—

হে। লেখা পড়া শিখিয়াছি। সব বুঝি। আমি চিরদুখিনী—আমি যথন ৫ বছরের তথন বাবার মৃত্যু হয়। সেদিন হতে দুখ-সাগরে পতিত হই। পিতৃ স্নেহ কাহাকে বলে জানি না। মাই—উভয়ের কায করেছেন। মার হাতে কিছু টাকা ছিল কিন্তু সে সমুদ্রে শিশির শয্যার ন্যায়। অনেক কষ্টে আমাকে প্রতি-পালন করেন। মা আমাকে কথন দুখ জানতে দেননি বটে —কিন্তু দুখ অজ্ঞাতসারে আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করে।

সুখ কাহাকে বলে স্বপ্নেও জান্‌তে পারি নাই। লোক মুখে—পিশে মশাইয়ের মুখে, ঘটকের মুখে, তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি তাইতে মনে একটু আশা হয়েছে যে হয়ত আমার দুঃখের রাত্র পুইয়েছে। মনের মত পতি পেলে স্ত্রীলোকে সমস্ত দুঃখ ভুলতে পারে। এবার হয়ত দুঃখ যাবে! দুদিন থাক। অঙ্কুরে শিল পড়লে গাছ কি কখন বাড়তে পারে?—কদিন মাত্র এখানে এসেছ—এরিমধ্যে তোমার উপর কেমন একটী নূতন ভাব হয়েছে। অনেক লোক দেখেছি কিন্তু কাহারও উপর এরূপ মায়া কখন হয়নি। মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কবি, ভালবাসি, কিন্তু তোমার প্রতি যেরূপ ভালবাসা জন্মেছে তা মুখে বল্‌তে পারিনে। যখন তুমি ঘরে এস ঘরে থাক তখন মনে এক রকম অপূর্ব্ব ভাব হয়—তাকে কি বল্‌বো বলতে পারিনে। আনন্দ—আনন্দেরত ও প্রকার প্রকৃতি নয়; সুখ—তাও বলতে পারিনে। তুমি চলে গেলে সমস্তই যেন নীরস বোধ হয়—এক দণ্ড শূন্য গৃহে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না—আপনাকেই আপনার বলে জানিতাম। এখন দেখছি আর একজন মার চেয়ে অধিক আমাব হয়েছেন। অদৃষ্ট বড় মন্দ—তাই ভয় হয় পাছে তোমাকে ছেড়ে দিলে আর না দেখতে পাই; পাছে তুমি ভুলে যাও।

রমণী। প্রেম সোহাগী প্রাণ প্রিয়সী-প্রাণের পুতলী।
দেহেতে থাকিতে প্রাণ আর কি তোমায় ভুলি॥

হে। ও কথাটী পুরুষদিগের মুখস্থ।

রমণী। অনেকের পক্ষে বটে—যেদিন তোমায় দেখেছি। বিবাহ রাত্রে—যে সময়ে শুভদৃষ্টি হয়, সে সময় হতে তোমার প্রতি একটী কেমন নূতন রকমের ভালবাসা জন্মেছে। যে সূত্রে—উভয়ের হস্ত বাঁধা হয় সেই সূত্রেই উভয়ের অদৃষ্ট একত্রে বদ্ধ হয়েছে। সে দিন হতে তুমি মনের মন, হৃদয়ের হৃদয় হইয়াছ। শয়নে স্বপনে আপদে সম্পদে তুমি আমার-চির সঙ্গিনী হইয়াছ।

পূর্ব্বদিকের সহিত চন্দ্র-সূর্য্যের যেরূপ সম্পর্ক—তোমার সহিত আমার সেরূপ সম্বন্ধ। সে দিন হতে তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছ। বিবাহ কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি কায়মনোবাক্যে তোমাকে রক্ষা ও প্রতিপালন করিব; মনেও করিয়াছি সেই প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিব। তুমিও যেমন অনাথিনী আমিও সেরূপ পিতা মাতা বিহীন,—উভয়ের অদৃষ্ট সমান। এক্ষণে উভয়ে সংসারে প্রবেশ করিলাম। উভয়ের উপকরণ সমান। তুমি লক্ষ্মীরূপে আমাকে সকল কার্য্যে উৎসাহ দিবে, আমি দশগুণ সাহসের সহিত সংসারের শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। দেখি অদৃষ্ট-দেবী আর কত দিন আমাকে কষ্ট দেন। আমি আর কষ্টকে ভয় করি না—হাজার দুঃখ পাই, হাজার বিপদ আসুক তোমার মুখ দেখিলেই সব ভুলিয়া যাইব। বিদায় দেও, কল্যই যাত্রা করিব। এক্ষণে উৎসাহ ক্ষেত্রে আশাবীজ রোপণ করিলাম—যথা সময়ে প্রীতি ও যত্ন বারি সিঞ্চনে অবশ্যই সুফল প্রসব করিবে। তুমি কুণ্ঠিত হৃদয়ে বিদায় দিলে একদিনের জন্য আমার মন সুস্থির থাকিবে না। সর্ব্বদাই পত্র লিখিব। তুমিও লেখা পড়া জান। সকল বিষয়ই আমাকে জানাইবে। উভয়ের পত্রই এখন আমাদের জীবন ধারণের এক মাত্র উপায় হইবে। তোমার চিন্তাই দিবা রাত্র হৃদয়ে উদয় হইবে। তোমার ঐ ভুবন-মোহিনী সোহাগ মাখান মুখ খানি সর্ব্বদাই নয়ন পথে নৃত্য করিবে। তোমার সরল ব্যবহার—অকৃত্রিম ভালবাসা—সকল সময়ে আমায় প্রফুল্ল রাখিবে—ভুলিও না—ভুলিব না—এই মাত্র শেষ কথা।

হে। প্রাণ বিদায় করিয়া দেহ কদিন ঠিক থাকিতে পারে, যদি নিতান্তই বিলম্ব করিতে না পার অবশ্যই যাইবে [illegible]। [illegible] দেখ যেন কখন ভুলিও না। [illegible] তুমি আমার ন্যায় অনেক পাইবে কিন্তু আমার [illegible] আর জগতে কে আছে?—চন্দ্রের লক্ষ লক্ষ কুমুদিনী আছে কিন্তু কুমু-

দিনীর নিশানাথ ভিন্ন আর কেউ নাই। পত্র লিখিব এ কথা বলা বাহুল্য—যখন এক দণ্ডের জন্য না দেখ্‌লে মম প্রাণ অস্থির হয়, তখন আর প্রত্যহ পত্র না লিখে কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব? ভাল সে দিন তোমার রাধারমণের বিষয় কি বল্‌ছিলে?—

রমণী। আস্‌বার সময় বল্‌লেন "রমণী আজ হতে তুমি আমার পর হলে"।

হে। তাঁকে বলো আমি তোমার চরণ মাত্র প্রত্যাশা করি—আমার সহিত বিবাহ হয়েছে বলে তা আমি তাঁর প্রাণের ভাইকে একেবারে নিয় নি। ভাই তাঁরই আছেন। আমিত একজন দাসী হলেম। দাসীর আশা সামান্য।

রমণী। রাত্র অনেক হয়েছে। একটু নিদ্রা যাই। কাল আবার ভোরে উঠ্‌তে হবে।

হে। আমি ইচ্ছা করি আজকার রাত্র না পোয়ায়। প্রভাত হলেই ত তুমি চলে যাবে। এখন এক দিন আমার নিকট এক যুগের ন্যায় বোধ হচ্ছে। তুমি শোও, আমি কেবল তোমার মুখখানি দেখি। আবার কবে যে দেখা পাব তার ত ঠিক নাই। তুমি যাবে এই ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না। না জানি চলে গেলে মন কি রকম হবে। আগে ত মন এমন হত না। যখন একান্তই যেতে হবে তখন আর বাধা দিতে চাইনে। তবে যখন আত্মীয়গণের নাম করবে তখন এক আদবার আমার নামটা করো। আর যে অবস্থায় আমায় রেখে গেলে তাও একবার চিন্তা করো।

(রমণীর শয়ন ও নিদ্রা)

হে। বিয়ের ত এই সুখ। প্রথম হতেই ভাবনা চিন্তা। লোকে ইচ্ছা করে কেন এ গরল পান করে জানিনে। আগে মন আপনার ছিল, এখন দেখছি অজ্ঞাতসারে পরের হাতে গিয়াছে। মন কেন এ রকম হলো? প্রীতি সাগরের এই কি প্রথম ঢেউ? তবে লোকে এতে ঝাপ দেয় কেন? এর কি পার আছে? অপর পারে কি কোন বিশেষ সুখ আছে? সকলে যে পথে ইচ্ছে করে যায়

আমি কেন সে পথে যেতে ভয় পাচ্ছি? সাথীত আপাতক্ মন্দ বোধ হচ্চে না, তবে আমার অদৃষ্টে কি হয় জানি না। পরমেশ্বর এদাসী অনাথিনী, দেখ যেন প্রকৃত অনাথিনী না হয়। আমার হৃদয়ের ধন স্বামীকে কুশলে রেখ। দুঃখ যেন কখন তাঁর নিকটে না যেতে পারে। সকল সময়েই যেন আপন অভয় পদ ছায়া তাঁহার মস্তকের উপরে থাকে। ধর্ম্মে যেন তাঁর মতি অচলা থাকে। এখন একটু শুই।—

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণনগর।

রমণীমোহনের বাসাবাটী।

রাধা। নলিনী দাদা! আমি রমণীর রোগটা বড় সহজ বোধ করছি না,—আমিত এর কিছুই বুঝতে পারি নে।

নলি। অবশ্য রোগকে কখন অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। রোগ কাল সর্পের ন্যায় প্রশ্রয় পেলে সময়ে দংশন করিতে ত্রুটি করে না। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ত কোন মন্দ চিহ্ন দেখতে পাই না। কোন ভয়েরও কারণ দেখি না। জ্বর সামান্য। তবে পার্শ্বের বেদনাটা কিছু খারাপ। ডাক্তার বাবু বলে গেছেন ও কিছু নয়।

রাধা। তিনি ত বলেন কিছু নয়—গোকুলের সময়েও ওরকম বলেছিলেন। দেখুন শেষে কি ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেল। অত যত্ন, অত সেবা, না করলে কখনই রক্ষা পেতো না।

নলিনী। তা আর একবার করে বলতে। তোমাকে একটি কথা বলি—দুজনেরই এক প্রকার রোগ—এর কিছু কারণ আছে।

রাধা। বোধ হয় অধিক পরিশ্রমই এর কারণ

নলি আমারও তাই বোধ হয়। সময়ে স্নানাহার হয় না। রাত্র জাগরণ। একে আমাদের শরীর অপটু, আমরা সকলেই যৌবনে জরাগ্রস্ত; তার উপরে এত পরিশ্রম, একটু কিছু অনিয়ম হলেই—পীড়া হয়।

রাধা। যা হোক এবারের রমণী আরাম হলে আপনাকে অন্য কোন আফিসে তাঁর একটি কর্ম্ম করে দিতে হবে।

নলি। সব স্থানেই এক রকম। সাহেবে বাপ খুড়া নন, আত্মীয় বন্ধুও নন, তবে যে সাহেব একটু ভদ্র হন, তাঁর নিকট কর্ম্ম করতে ইচ্ছা হয়, নহিলে রোগীর ঔষধ ভক্ষণের ন্যায় সব সয়ে থাকতে হয়। ঈশ্বর রমণীকে শীঘ্র আরাম করুন। আমার ইচ্ছা—একটু সুস্থ হলেই বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

রাধা। আমিত তাই ঠিক করেছি। এখন একবার হাতটা দেখুন দেখি। অনেকক্ষণ চুপকরে রয়েছে।

নলিনী।(হস্ত দর্শনান্তর) রাধারমণ একবার ডাক্তারকে ডাক্‌তে পাঠাও।

রাধা। কেন? নাড়ীর গতিক কিছু খারাপ দেখলে নাকি?

নলিনী। পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু খারাপ বটে—কাশীর সঙ্গে বড় রক্ত উঠেছে।

রাধা। আপনি রমণীর নিকট থাকুন, আমি চলিলাম। ডাক্তার সাহেবকে আনিতে হবে।

রমণী। উহু! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, ভয়ানক গায়ের জ্বালা। উহুঃ প্রাণ যায়, সমস্ত শরীরে অসহ্য বেদনা। রাধারমণ কোথা গেল?

নলিনী। রাধারমণ আস্‌ছেন, কি চাই বল না।

রমণী। কত দিন আর এ কষ্ট সহ্য করবো। আমার কি রকম কষ্ট হচ্ছে তা বলতে পারিনে। আর ঔষধ দেবেন না—খেয়ে কি হবে?

নলিনী। শীঘ্রই সব কষ্ট যাবে। তুমি ছেলেমানুষ নও—একটু ধৈর্য্য হও—ঔষধ না খেলে আরাম হবে কেন?

রমণী। আপনি আমার বুকে হাত দিয়া বসুন। আমার বিদেশে কেহই নেই। আপনারা আছেন, আমার কোন বিষয়েরই অভাব নেই, কোন রকমে ত্রুটি হচ্ছে না। একটি কথা—উহুঃ জ্বলে গেল—বুকের ভিতর যেন একটা মশাল জ্বলছে।

নলিনী। কি কথা?

রমণী। আমার কিছু ধার আছে, আপনি সেগুলি দেবেন?

নলি। তোমার এখন ধারের ভাবনা ভাবতে হবে না। আরাম হও।

রমণী। আমি কি এ যাত্রা রক্ষা পাব?

নলিনী। তোমার হয়েছে কি?

রমণী। অনেকবার ব্যারাম হয়েছে, কিন্তু কখন এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিনি—বড় যন্ত্রণা। রাধারমণের মুখ দেখে বোধ হচ্ছে আমার রোগ সহজ নহে।

নলিনী। রাধারমণ তোমায় বড় ভালবাসেন বলেই সামান্য অসুখ দেখলেই অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। ঐ যে আস্‌ছেন।

(ডাক্তার সাহেব, নেটিব ডাক্তার প্রভৃতি প্রবেশ)

ডাক্তার সাহেব। Ramanimohan Baboo, how do you feel now ?

রমণী। Not well—too much pain all over the body.

সাহেব। Did he vomit blood every time he coughed last night ?

নলিনী। He has been vomitting blood since 3 A. M. This morning Twice or thrice it was mixed with saliva.

সাহেব। This is a very serious case indeed !

নলিনী। Is there no hope of recovery ?

সাহেব। I can not give you any definite answer to this—but so much I can tell you, such cases often terminate fatally.

(নিষ্ক্রান্ত)

ডাক্তারবাবু। নলিনী বাবু শীঘ্র এই ঔষধটা আনান। রোগ এত শীঘ্র যে বাড়বে, তা স্বপ্নেও জানিনে। এখন অন্য উপায় কিছুই নেই। কিছু stimulant দেওয়া আবশ্যক।

নলিনী। তাতে কিছু উপকার হবে কি ?

ডাক্তার। কিছু হতে পারে। কিন্তু পিচকারির জল দিয়ে ঘরে-আগুণ নিবানর ন্যায়। যা হোক আমি অনেক—রোগী দেখেছি—অনেক রোগীকে মরতে দেখিছি। কিন্তু রমণীর জন্য মন বড় খারাপ হয়েছে। আমার আর হাত পা উঠে না।

নলিনী। আপনার ও রকম অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়। আপনাদের হাতে সহস্র লোকের জীবন। আপনি কোথায় আমাদের সাহস দেবেন, না আপনি একেবারে হাল ছেড়ে বস্‌লেন।

ডাক্তার। মন অস্থির হলে কিছুরই ঠিক থাকে না, রমণীবাবুকে আমি তিন চারি মাস মাত্র দেখেছি, কিন্তু জানিনে ওঁর প্রতি আমার কেন এত হলো ? এত যত্ন করে, এত ত্যাগ স্বীকার করে যে ডাক্তারই শিখলাম তায় কি হলো ? রমণীকে বাঁচাইতে পারিলাম না।

(নিষ্ক্রান্ত)

রমণী। ডাক্তার মশাই, আর পারিনে, আর সহ্য হয় না—মরণ কি হবে না?

নলিনী। ও কথা কি বলতে আছে। ভয় কি? ডাক্তার সাহেব ব'লে গেছেন শীঘ্র আরাম হবে।

রমণী। আপনি সত্যবাদী—আপনি আমাকে প্রবঞ্চনা করছেন কেন? আর যে চোখে দেখতে পাইনে।

রাধা। নলিনী দাদা! কি হলো?

(রোদন)

নলিনী। তুমিও কি পাগল হলে নাকি? অনেক রোগী দেখেছি মৃত্যুমুখে হতে ফিরে এসেছে, তা একেবারে হতাশ হইও না।

রমণী। অহঃ—প্রাণ গেল, সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে খাক হয়ে গেল। আমি একটু মাটিতে শুই—কোন দিগে শুয়ে আর সোয়াস্তি কচ্ছে না। উহুঃ আর সহ্য হয় না—প্রাণ কেমন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে। একটু জল দেও।

রাধা। ভাই রমণী মাকে কি বলবো?

রমণী। বলো রমণী মরে গেছে।

রাধা। আমার কেন এ সব দেখতে হলো—আমি দুঃখকে নিমন্ত্রণ করে এনেছি।

রমণী। রাধারমণ একটু আমার কাছে এস। জনমের মত চ'ল্লুম শেষকালে যে তোমার মুখ দেখে মরবো তাও পারলেম না চোখে কিছুই দেখতে পাইনে। কত অপরাধ করেছি, সব দোষ ভুলে যাও—তোমার ধার সুধতে পারলেম না—মনে বড় আক্ষেপ রইল। দয়াময়! এ অধম সন্তানকে চরণে স্থান দেও। প্রাণ যায়—যায়—যায়—

(মূর্চ্ছা)

রাধা। ওকি হলো? নলিনী দাদা রমণী কেমন হ... দেখুন—আ... পায়ে পড়ি রমণীকে বাঁচান।

নলিনী। মূর্চ্ছা গেছে—ভয় নাই।

রমণী।—আমি এখন কোথায়?—মা আমি শীঘ্র আস্‌বো। রাধারমণ বড় ভাল বাসে—শ্বশুরবাড়ী—হেমা—দশটাকা দেব—আমি যাবনা—কোথায় যাব? —একটু দেরি কর—উহঃ অত রাগ কর কেন?—যে চোখ্! অত লাল কর কেন?—আর রাত জাগতে পারিনে—এখনও হিসাবটা ঠিক হলো না—সাহেব কি বলবে? হয়েছে—হয়েছে—

নলিনী। চাকরি কি ভয়ানক! এ অবস্থাতেও বিভীষিকা দেখাচ্ছে।

রমণী।—রাধারমণ—তুমি কোথায়?

রাধা। এই যে তোমার গায়ে হাত দিয়ে বসে আছি।

রমণী।—কি বলবো?—মা রইলেন—হরির কেউ নেই—হেমার সর্ব্বনাশ হলো—বিছানার নীচে একখানা পত্র রহিল শ্রীরামপুরে পাঠিয়ে দিও—ও বাবা! মা!—জল দেও—বাতাস দেও।

রাধা। ভাই রমণী তোমার মনে কি এই ছিল?—একেবারে ছেড়ে যাবার জন্যেই কি আমাকে এত ভাল বাসতে।—কোন কাজ যে একা করতে ভাল বাসতে না—এখন যাবার সময় একা যাও কেন?—তুমি ছোট—হয়ে আমার আগে যাও কেন?—

রমণী চল্‌লাম্ মা—রাধা—হরি—নলিনী—অপবাদ—দোষ—চক্ষে—জল যায়—যায় প্রাণ যায় হেমা র—ই—ল—মা—কে—দে—খ

(মৃত্যু)—

রাধা। হায়! কি সর্ব্বনাশ হলো?—দাদা আমার কি হলো?—রমণীর মাকে কি বলবো?—ভাই রমণী! একবার চেয়ে দেখ—এত ভালবাসা এত মায়া একদণ্ডের মধ্যে সব ভুলে গেলে?—বুক্ ফেটে গেল হায়! হায়!—আমার যে সর্ব্বনাশ হলো তা কাকে বল্‌বো?—দাদা আমার অদৃষ্টে এত ছিল?—রমণী তোমার মনে এই ছিল?—এত শীঘ্র ফাঁকি দিয়ে যাবে এত কখন ভাবিনি। ও'র যম! তুই কি আর লোক পেলিনে?—যুবা—রূপবান, সচ্চরিত্র, এই কি তোর লক্ষ্য?—জরাজীর্ণ, সংসারের কণ্টক স্বরূপ তারা তোমার চক্ষে পড়ে না। কিছুতেই তোমার

উদরপূর্ত্তি হয না ?—কাল। তুমি সর্ব্বহন্তা। ঈশ্বর। তুমিই ধন্য। উহুঃ! হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেল। সুখ সন্তোষ চিরকালের জন্য মন হইতে বিদায় লইল। উহুঃ! সুহৃদ বিয়োগ যন্ত্রণা কি ভয়ানক!! হৃদয জ্বলে গেল—পুড়ে গেল। মন একেবারে অস্থির হয়ে পড়লো—জগৎ শূন্য, হৃদয় শূন্য—সমস্তই নির্জ্জীব—সকলই নীরস—(রোদন)

নলি। আর রোদন করিলে কি হবে?—একদিন না একদিন সকলেরই এই দশা হবে। যদি পরজন্ম বিশ্বাস কর অবশ্যই রমণীর সহিত আবার দেখা হবে। এখন রমণীর শেষকালের কাজ করা যাক্ চল। হায আমাদের এই দেখতে হলো?—কি পরিতাপ। এ জীবনে অনেক মৃত্যু দেখেছি—কিন্তু এরূপ শোচনীয় মৃত্যু অল্পই দেখেছি। কোরকে অশনি পতন? একজনের মৃত্যুতে তিনটি একেবারে অসহায হয়ে পড়লো? জগদীশ্বর সকলই তোমার ইচ্ছা! আমরা সামান্য বুদ্ধিতে তোমার কার্য্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিনে।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণনগর।

রাধারমণ, নলিনী ও ভবানীপতির প্রবেশ।

নলিনী। তা আপনার তাতে দোষ কি ?

ভবানী। আমি জেনে শুনে এমন কাজ কেন করলেম ?

নলিনী। আপনি ও বিষয়ের জন্য আর মনকে ব্যথিত করবেন না। সকলই অদৃষ্টে করে। আপনি ত ভাল দেখেই দেন, ছেলেটি ভাল, সচ্চরিত্র, চাকরি করে—যা আবশ্যক তাত এক প্রকার সবই ছিল। ঈশ্বর এরূপ করলেন এতে আর কার হাত ? কার দোষ ?— যার যখন সময় হবে অবশ্য তাকে যেতে হবে।

ভবানী। আহা ! সেদিন বাটী থেকে আসিবার সময় রমণীর শাশুড়ী আমায় কত কথা বলে দিলেন। কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন। অনেক দিন সেখানে যাওয়া হয় নি বলে যাবার জন্যে কত অনুরোধ করলেন,—এখন সে আশা সব ফুরুল। তাঁকে গিয়ে কি বলিব ? ওহঃ ! আমার এ দুঃখ মলে যাবে না। আমার অনুরোধেই এ বিবাহ হয়। গ্রামের সকলে এক দিগে, আর আমি এক দিগে ; বলতে কি, আমিই জোর করে এ বিবাহ দি। সকলেই বল্লে শুদ্ধ ছেলেটিকে দেখে বিয়ে দেওয়া ভাল হয় নি।

রাধা। আপনার এতে দোষ কি তা আমি দেখতে পাইনে। মেয়েটি সুখে থাকবে বলেই আপনিই এ কাজ করেন। বিধাতা বিমুখ হলেন কে রক্ষা করতে পারে ?—ভাল কথা—আপনি সেখানে এ ঘটনার কোন সংবাদ দিয়েছেন ?

ভবানী। তাঁদের কেমন করে এ সর্ব্বনাশের কথা লিখিব ?—তবে আমার পরিবারকে এ বিষয়ে পত্র লিখেছি। এত দিনে বোধ হয় সকলেই জানতে পেরেছেন। আহা ! হেমার অবস্থা ভাবলে আমার বুক

ফেটে যায়। বাল্যাবস্থা থেকে তাকে যত্ন করে আস্‌ছি ; আপনার মেয়ের চেয়ে ভালবাসি। আহা বাছার কাছে কেমন করে মুখ দেখাব ?

(রোদন)

নলিনী। ভবানী বাবু আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়ে এরূপ তরল প্রকৃতি লোকের ন্যায় দুঃখে ভাসমান হচ্ছেন কেন ? আপনি কি জানেন না—এ জগৎ একটি নাট্যশালা—ও নরনারীগণ অভিনেতৃবর্গ ? জগদীশ্বর প্রত্যেক্‌কে এক একটী অংশ নির্দ্দেশ করে জগতে প্রেরণ করেন। আপনাপন অংশ অভিনীত হলেই রঙ্গভূমি হতে নিষ্ক্রান্ত হয়। মৃত্যু কি ? জীবনীশক্তির উপরে রাসায়নিক শক্তির প্রাধান্য মাত্র। আপনি এটি স্বীকার করেন যে শরীর কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সমষ্টি। একটী যন্ত্র যেমন কতকগুলি উপকরণে চালিত হয়, শরীরও সেইরূপ রাসায়নিক উপকরণে চালিত হয়। ক্রমে জীবনীশক্তির উপরে এই সমস্তের প্রাধান্য হইলে, জীবন দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। আত্মা অবিনশ্বর। সকল শাস্ত্রেই ইহার অনেক প্রমাণ আছে। মলিন বস্ত্র ত্যাগের ন্যায় আত্মা, জীর্ণ অকর্ম্মণ্য দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ অবলম্বন করে।

রাধা। ভাল কথা, লোক মরিলে কোথায় যায় ?

নলিনী। এটি কঠিন কথা। এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। আমাদের শাস্ত্র মতে পরমাত্মা দেহ ত্যাগ করিবা মাত্র অন্য দেহে প্রবেশ করে, এরূপ ক্রমশঃ দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়া পরিশেষে ঈশ্বরে লীন হয়। বৌদ্ধদিগেরও ঠিক এইরূপ মত। অন্যান্য মতে মৃত্যুর পর পরমাত্মা বিচারের দিন পর্য্যন্ত কোন একটী স্থানে অবস্থিতি করে।

রাধা। আপনি সর্ব্বদাই বলেন, ঈশ্বর সকল কার্য্য আমাদের ভালর জন্য করেন, কিন্তু তিন জন ব্যক্তিকে একেবারে অকূল সাগরে ভাসাইয়া কি উত্তম কার্য্য করিলেন, আমি তাহা ভাবিয়া ঠিক করতে পারিনা।

নলিনী। আমরা ঈশ্বরের সকল কার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না,

বুঝিবার শক্তিও দেন নাই, সুতরাং যে বিষয়ে আমাদের সামান্য বুদ্ধির দৃষ্টি প্রবেশ করিতে অপারগ, সেখানে ভাবা উচিত অবশ্যই তাঁহার কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে—হয় ত রমণী জীবিত থাকিলে, জগতের কোন বিশেষ অনিষ্ট হইত। হয় ত রমণীর মাতাকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার জন্য পুত্রকে নিজ ক্রোড়ে লইলেন। তিনি দিয়াছিলেন, তিনিই লইলেন, ইহাতে আক্ষেপ করা অন্যায়। আমি মৃত ব্যক্তির জন্য কখন দুঃখ করি না। জন্ম মৃত্যু ঈশ্বরের নিয়ম—জগতের নিয়ম,—প্রকৃতির অনিবার্য্য নিয়ম। পঞ্চভূতময় দেহ অবশ্য এক দিন না এক দিন পঞ্চভূতে মিশাইবে।

রাধা। তবে এত মায়া—এত যত্নের প্রয়োজন?

নলিনী। সংসার সুশৃঙ্খলরূপে চলিবার জন্য। যদি সকলে নিজ নিজ মৃত্যুর দিন জানিতে পারিত, তাহা হইলে কি জগৎ চলিত? কে তাহা হইলে সংসারের তিক্ত অথচ মধুর রসাস্বাদনে যত্নবান্ হইত? কে পুত্র পরিবার পালনে যত্ন করিত? কে অপার জলধি পার হইয়া অর্থের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত? এরূপ হইলে সংসার বিজন কানন হইত—সকলে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিত—ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকরণে ব্যতিক্রম ঘটিত। মায়া না থাকিলে জগৎ এক দণ্ডের জন্য চলিত না। মায়া স্বাভাবিক, মায়া জীবনের সার বস্তু।

ভবানী। রমণীর মাকে কোন সংবাদ দেওয়া হয়েছে কি?

রাধা। আমি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করিব? হরি তাঁহাকে একখানি পত্র লেখে।

ভবানী। পত্রের উত্তর পেয়েছ কি?

রাধা। উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা সব পড়িতে পারি নাই। এক ছত্র মাত্র পড়িয়া চক্ষে জল আসিল, হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগিল আর পড়িতে পারিলাম না। পত্রখানি এই, নলিনী দাদা আপনি পড়ুন, আপনার অনেক ধৈর্য্য গুণ আছে।

নলিনী। (পাঠ)

পত্র।

প্রাণ প্রতিম রাধারমণ।

তোমার পত্র পাইলাম। এরূপ পত্র পাইবার জন্য কি এ হত-ভাগিনী জীবিত ছিল?—পত্র পাইবার অগ্রে কেন আমার মৃত্যু হইল না—তা হলে আজ হৃদয়ের ধন রমণীমোহনের মৃত্যু সংবাদ পাইতাম না। পত্র তুমি কোন্ কঠিন প্রাণে এ সংবাদ বহন করিলে? রাধারমণ! আমার রমণী কি নাই?—না এ হতে পারে না—তা হলে কেন আমি জীবিত আছি? এটি বোধ হয় স্বপ্ন—জগতে এরূপ জীবন্ত সত্য হইলে এ মন্দ ভাগিনী—এ কাঙ্গালিনী—এ চির দুঃখিনী কোথায় যায়? রমণী নাই—আমার সর্ব্বস্ব ধন রমণী নাই—আর সে মুখ দেখিতে পাইব না? হে পরমেশ্বর! এই কি তোমার বিচার? অন্ধের যষ্টি লইয়া কি করিলে? রমণী ভিন্ন আমার জগতে যে কেহ নাই? আমি এখন কোথায় যাই? ওরে কাল! আমার রমণীকে কোথায় লয়ে গিয়াছিস্? বল্ আমি সেখানে যাব—আমার হৃদয় পুড়ে গেল, জ্বলে গেল, সমস্ত মেঘের জল ঢালিয়া দেও—কিছুতেই এ জ্বালা যায় না। হায় বাছা আমার কোথায় ফেলে পালালে? অকুল সমুদ্রে পড়িয়া তোমাকে অবলম্বন করেছিলাম—এখন আমি যে মরি—কে আমায় আশ্রয় দিবে? নয়ন অন্ধ হও, আর যেন কিছু দেখিতে না হয়—আমার আর কি দেখিবার আছে? কর্ণ বধির হও, আর কি শুনিবে? রমণী নাই—আর কার মুখে সুমধুর মা বাক্য শুনিয়া তৃপ্ত হইবে? মন সমস্ত ভুলিয়া যাও—তোমার পট হইতে জগতের সমস্ত বিষয় বিলুপ্ত হউক। রাধারমণ! রমণীর যখন পীড়া হয়, আমাকে কেন সংবাদ দেও নাই? আমি যাইয়া বাবার সহিত জনমের মত সাক্ষাৎ করিতাম। হায়! আমার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে—কাকে বলিব? বাবা মৃত্যুকালে কি বলিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, আমাকে সব লিখিবে। আমি ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় দিবা যামিনী তাই যপ করিব। জগৎ শূন্য হইয়া গিয়াছে। সমস্ত বস্তুই যেন আমায় বিদ্রূপ করিতেছে। আমি পাগল হইলাম না কেন? বিদ্যা বুদ্ধি আমার সর্ব্বনাশের মূল হইল। হৃদয়গ্রন্থী ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সংসার আর আমার নিকট কিছুই নহে; আমার কি শেষে এই দশা হলো? নিরা-

শ্রয়—অসহায়—চির দুঃখিনী! মৃত্যু কি আমাকে এক কালে বিস্মৃত হলো? আত্মহত্যা ভিন্ন এ জ্বালা নিবারণ হবে না?—না—সে মহাপাতক। গৃহে আগুণ দিয়া চলিয়া যাইব। কোথায় যাইব? শান্তি, সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমার রমণীর সঙ্গে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছি—অবশিষ্ট দেহ—তাহা ও শীঘ্র বাছার অনুগামিনী হবে। রাধারমণ! একবার হেমাঙ্গিনীর দশাটা কি হলো একবার ভেবে দেখ। আমিই তাঁহার এ সর্ব্বনাশের মূল। আমি যদি এত শীঘ্র বিবাহ না দিতাম তা হলে তাঁর এ দশা ঘটিত না। বঙ্গ বিধবার কি ক্লেশ, আমি নিজে ভোগ করিয়াছি। হায়! কুসুমদলে অশনি পতন। বাছা আমার এত দিনে প্রকৃত অনাথিনী হলেন। বাছা আমার লজ্জাবতী লতা, এই সংবাদ পেয়ে কি কর্‌বেন জানি না। আমাদের উভয়ের অবস্থা এখন সমান। তাঁকে শীঘ্র নিকটে আনিবে। দুজনে একত্রে একতানে রমণীর গুণ গাইবো। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে, যোগিনী বেশে ভ্রমণ করিব। দেখিব আমার রমণী কোথায়? বনে বনে, প্রান্তরে প্রান্তরে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, ভ্রমণ করিব, দেখিব আমার বাছা কোথায়? আর আমাদের সংসারে প্রয়োজন? লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়াছি। উদরে আর অন্ন দিব না। আমি আর এ পাপ গৃহে থাকিব না। শীঘ্র তীর্থ দর্শনে যাইব। তোমার মত কি,—লিখিবে। তুমি রমণীর জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায়। অবকাশ পাইলে একবার আসিয়া তোমার জননীর দশা দেখিয়া যাইবে।

তোমার চিরদুঃখিনী

জয়াবতী—

রাধা। উহঃ! রমণী যে আমাকে এত দুঃখে ফেলে যাবে, অগ্রে জানিতে পারিলে কখনই তাকে এত যত্ন করিতাম না—এত ভাল বাসিতাম না। রমণী আমার কে?

নলিনী। এটীতে ঈশ্বরের অপার করুণা প্রকাশিত হয়েছিল। রমণী এখানে একাকী আসেন; তুমি যদি তাঁকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ না করিতে, তাহা হইলে কখনই এক দিনের জন্য এখানে থাকিতে পারিতেন না। তুমি তাঁকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ, ভগিনীর ন্যায়

যত্ন ও স্ত্রীর ন্যায় ভাল বাসিতে। সেই জন্য এই পীড়ার সময় কি না করিয়াছ?—তাঁর সহোদর, মাতা, পিতা থাকিলেও এরূপ সেবা সুশ্রূষা হইত কি না সন্দেহ। এ বিষয়ের জন্য আর আক্ষেপ করিও না।

রাধা। অনেক বার চেষ্টা করি এবিষয়ের জন্য আর মনকে চিন্তিত ও ব্যাকুলিত করিব না, কিন্তু কিছুতেই পারিনা। ভাবনা যেন আপনাপনি এসে পড়ে। অজানিত রূপে চক্ষে জল আসে। দিবারাত্র এই চিন্তা হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। নিদ্রাবস্থাতেও এর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই না। উহঃ! চিন্তাজ্বর কি ভয়ানক!

নলিনী। শীঘ্র এ লোমহর্ষকর ব্যাপার বিস্মৃত হইতে চেষ্টা কর। সংসার সমুদ্রের একটি মাত্র ঢেউ দেখিয়াই এত কাতর হইলে চলে না। আমার মস্তকের উপর দিয়া কত বিপদ চলিয়া গিয়াছে তার সীমা নাই। জগদীশ্বর আমাদের শীর চূর্ণ করিবার জন্য যে মুষল উত্তোলন করেন, বিনীতভাবে, সহিষ্ণুতার সহিত তাহা চুম্বন করা উচিত। বিপদ, শোক, তাপ ও অন্যান্য অনিবার্য্য শত্রুর সহিত বিবাদ করা ও তৎসমুদয়কে যুদ্ধে পরাজিত করাই জ্ঞানী ব্যক্তির কার্য্য। কাপুরুষেরাই সংসার সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মালা দেখিয়া ভীত হইয়া থাকে।

রাধা। আপনার উপদেশ বাক্যে মন অনেক শান্তি লাভ করিল। প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখায় বারি নিক্ষেপের কার্য্য করিল। চিত্রপট হইতে এ সমস্ত বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিব।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শ্রীরামপুর)

(হেমাঙ্গিনীর শয়ন-গৃহ)

(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হেমা। উহুঃ। কি ভয়ানক স্বপ্ন!—সমস্ত গা কাঁটা দিয়ে উঠেছে। এরূপ স্বপ্ন ত কখন দেখি নি। স্বপ্ন কখন সত্য হয় না জানি বটে, তবে যদি আমার অদৃষ্টে সফল স্বপ্ন হয়ে পড়ে। হায়! অদৃষ্টে যে কি আছে, বলতে পারিনে। তিন মাস গেছেন, এর মধ্যে একখানি পত্র পেলেম না— তবে কি আমাকে ভুলে গেলেন? হতেও পারে—পুরুষের মন—কে জানে। মন বড় খারাপ হলো—কি করি? একটু বই পড়ি। এখানি কি বই? "রত্নাবলী"; এখানি কি? "বাসব-দত্তা"; এখানি? কাদম্বরী" পিরীত ছড়াছড়ি। এখানি 'দুর্গেশনন্দিনী" এখানিতে কেমন বিলিতি গন্ধ বেরুচ্ছে; এখানি কি 'সীতার বনবাস"—মন্দ নয়—এখানি কি "কমলে কামিনী" দীনবন্ধুর মাথা মুণ্ডু—এখানি "নলদময়ন্তী"—দময়ন্তী আমার ন্যায় চিরদুঃখিনী— এইখানিই পড়ি।

হায় বিধি হেন কাজ কেমনে করিলি।
প্রাণকান্ত নলে বল কোথায় লুকালি ॥— --

(মোক্ষদার প্রবেশ)

মোক্ষদা। হেমাঙ্গিনী একি? চোখে জল কেন? বসে বসে কাঁদছিস বুঝি?

হেমা। কই কাঁদবো কেন?—একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে পর্য্যন্ত মনটা বড় খারাপ হয়েছে। কিছুই ভাল লাগছে না। মনে যেন কেমন এক রকম ভয় হয়েছে—অদৃষ্টে যে কি আছে জানিনে।

(রোদন)

মো। তুই মেনে বড ছেলে মানুষ—স্বপন দেখে আবার কে কোথায় কেঁদে থাকে ?

হে। স্বপন দে'খে কাঁদিনে—অদৃষ্ট বড় মন্দ তাই কাঁদি।

মো। তা এখন ও সব কথা থাক্, রমণীমোহনের না আস্বার কথা ছিল ?

হে। এই মাসে ত আসবার কথা ছিল -পিশে মশাই বলে গেছেন, গিয়েই পাঠিযে দেবেন, তিনি ত আজ এক মাস হ'লো গিযেছেন।

মো। তা ভাই পরের চাকরি করে, কেমন করে বল ইচ্ছে হলেই আসতে পারে ?

হে। মন থাকলেই আসা যায়। দেখ না কেন পিশে মশাই এক বছরের ভেতর কতবার বাড়ী এলেন।

মো। তাঁর কথা ছেড়ে দেও। রমণীও এক কালে ওরকম হবে। উনি দেখ না কেন আপনার বাড়ী ঘর দোর ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী বাস করেছেন। ওঁর বাড়ী কোথায় ?

হে। তাও জান না—সুবাসপুর।

মো। তিনি কিন্তু শশি পিশীকে বড় ভালবাসেন।

হে। অমন ভালবাসা কখন দেখিনি। যেন দুটীতে চকাচকি।

মো। মনের মত হলেই ভালবাসা হয়। আচ্ছা তুই রমণীকে ভাল বাসিস্ কি ?

হে। জিজ্ঞেস করা অন্যায়—যাঁকে তুলসী ছুঁয়ে পতিত্বে বরণ করেছি —তাঁকে অবশ্যই ভাল বাসতে হবে। শ্রদ্ধা ভক্তি করবো, প্রাণপণে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করবো। আমার সঙ্গে সামান্য দিনের আলাপ, তাতে যতটুকু ভালবাসা হতে পারে, ততটুকু বাসি।

মো। এটি ভাই ঠিক কথা বল্লে না। এক দিনের দেখাতেই ভালবাসা হয়ে থাকে। ভালবাসা চখের দেখা। কিন্তু রমণী ভাই ভারি আমুদে। একটুও অহঙ্কার নেই, দেমাক নেই। সকলের সঙ্গে সমান ভাব। হাঁসিটি যেন মুখে লেগে আছে। তোর যেমন মন, তেমনি মনোমত সোয়ামী পেয়েছিস।

হে। আমার মনে বড় ভয় হয়,—পাছে অদৃষ্টে এত সুখ ভোগ না হয়, ভাই—স্বপনটা মনে পড়ছে আর গা সিউবে উঠছে।

মো। কি স্বপন?

হে। বলতে মাথা ঘুরে যায়। আমি যেন কোথায় চলে গেছি। একটি বনের ভিতর গেছি। নিবিড় বন—জন প্রাণী নেই, একলাই যাচ্ছি। যেতে যেতে সুমুখে একটি রক্তের নদী দেখতে পেলেম। একখানি ছোট নৌকা রয়েছে। এক জন মাজি বসে আছে। উঃ কি ভয়ানক চেহারা! ঠিক যেন যমদূতের ন্যায়। চোখ দুটো জবাফুলের ন্যায় লাল। আমাকে ডাকলে—উঠতে ভয় হলো, কিন্তু কি জানি উঠলাম। মাজি নৌকা খুলে দিলে; বল্লাম মাজি কোথায় যাও? কোন উত্তর দিলে না। আপনার মনেই নৌকো চালাতে লাগলো। মাঝখানে গিয়াছি, ঝড় উঠলো, বড় বড় ঢেউ দেখে গা কেঁপে উঠলো। দেখলাম ওপার থেকে আর একখানা নৌকো আমাদের দিগে আসতে লাগলো। তার দাঁড়ি নেই, মাজি নেই। কেবল একটি লোক বসে আছেন। দেখেই চিনিতে পারলেম। লোকটি—

মো। কে?

হে। তোমার ভগ্নিপতি।

মো। কে রমণী?

হে। হ্যাঁ।

মো। তার পর?

হে। তার পর ঝড় আরও বাড়লো—নৌকো খানি আমার সুমুখে ডুবে গেল—তিনি জলে পড়ে হাবু ডুবু খেতে লাগলেন—আমার মাজিকে পায়ে ধরে বল্লাম ও গো বাছা ঐ লোকটিকে ধর, মাজি আমার কথা শুনিল না। আপনার মনে নৌকা চালাতে লাগলো। তিনি একবার ডুবে গেলেন, আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম। খানিক পরে আবার ভেসে উঠলেন—এবারে নিকটে ভেসে এলেন। চারি চক্ষে দেখা হলো। আহা! সে কাতর মুখ

ভাবলেও বুক ফেটে যায়। হাত বাড়ালেন—আমি নৌকোর ধারে গেলাম, হাত বাড়ালাম, নেগাল পেলেম না—জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলাম— মাজি হাত ধরলে—যদি ভীমের মত বল থাকতো হাত ছাড়াতে পারতাম—তাঁকে ধরতে পাবলেম না—আবার ডুবে গেলেন—আবার ভেসে উঠলেন—আমার দিগে একবাব তাকালেন, চক্ষে জল পড়ছে—একটু হাস্‌লেন, সে হাসি যে কখন দেখেছে সেই তার ভাব বুঝতে পাবে—"হেমাঙ্গিনী" এইটি মাত্র বল্লেন—আবার ডুবে গেলেন, আর উঠলেন না—আমি চীৎকার কবে কেঁদে উঠলাম, ঘুম ভেঙ্গে গেল—শত্রুতেও যেন এমন স্বপন না দেখে—

মো। আমারও ভাই গা শিউরে উঠলো। বমণী পত্র টত্র লেখে ত?

হে। আগে সর্ব্বদাই পত্র পেতাম। এখন যে কেন পাইনে জা[illegible]।

মো। দু একখানা পত্র আছে?

হে। কেন?

মো। থাকে ত পড়্ না শুনি।

হে। এখানি ৪ মাস আগেব।

মো। তাতে আর ক্ষতি কি?

হে।

(পত্রপাঠ)

পত্র।

প্রাণের হেমা!

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই—তৃষিত চাতকের ন্যায় পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। সে দিন লিখিয়াছিলে যাইতে ইচ্ছা নাই বলিয়া যাই না—মন দেখাইবার নহে, নহিলে দেখিতে পাইতে আমার মন কোথায়? যাই না কেন, বলিলে বিশ্বাস কবিবে না, বলিতেও চাহি না—জগতে আর আমার কে আছে যে তোমাকে ছাড়িয়া তাহাকে ভাল বাসিব? ছুটির দরখাস্ত করিয়াছি, পাইলেই শীঘ্র যাইয়া তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিব। শারীরিক ভাল আছি, মাকে আমার প্রণাম জানাইবে। রাধারমণ ভাল আছেন, তাঁর আশীর্ব্বাদ

জানিবে। তুমি আমার কি জানিবে? ভালবাসা—আজও কি তা জানিতে বাকি আছে?

তোমারই

রমণী।

মো। আমি তোর বড় দিদি—আশীর্ব্বাদ করছি রমণী তোরই হয়ে থাকবে।

(রোদন করিতে করিতে বগলার প্রবেশ)

বগলা। কি হলো গো! সর্ব্বনাশ হয়েছে,—হেমা কোথায়? মোক্ষদা আমাদের কপাল ভেঙ্গেছে হেমা—মা কোথায়? মা তোমার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে জানতে পারছো না?

হে। অ্যাঁ অ্যাঁ কি হয়েছে মা? বল—সব ভেঙ্গে বল?

বগলা। ভেঙ্গে বলতে বুক ফেটে যায়—আমার রমণী নেই!

হে। নেই—নেই—গেছে—গেছে—কোথায় গেছে? আমি সেখানে যাব!—যাব—যাব নিশ্চয় যাব—যেখানে গেছে সেখানে যাব—আজই যাব—এখনই যাব—কেউ আমাকে ধরে রাখতে পারবে না—গেল—গেল—সত্যিই কি গেছে? আর আসবে না—জনমের মত গেছে—গেল গেল গেল উহুঃ উহু!

(মূর্চ্ছা ও পরে চৈতন্য)

অ্যাঁ—নেই—সুখের বাসা ভেঙ্গেছে—স্বপন সত্য, সত্য—সত্য মিথ্যা নয়—হ্যাঁ মা কোথায় গেছে মা? বলনা—বলনা—তোমার পায়ে পড়ি বলনা—বল—বল—বল—

(মূর্চ্ছা)

বগলা। ও মা একি হলো আবার? আমার কি একেবারে সবদিগে আগুণ লাগলো নাকি?

মো। খুড়ি মা তুমি বলছো রমণী নেই—এ কথা কে বল্লে?

বগলা। এই ভবানীর পত্র দেখ শতিকে লিখেছেন।

হে। কই পত্র কই—দেখি—দেখি—দেও, দেও—

(পাঠ)

প্রাণাধিকে—

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, লিখতে হাত কেঁপে উঠে—চক্ষের জলে কাগজ ভিজে গেল—হেমার কপাল ভেঙ্গেছে। রমণী নেই—আজ কদিন হলো জ্বর বিকারে মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসা যতদূর হতে পারে হয়েছে। সেবা—তা যখন রাধারমণ বাবু আছেন—সেবিষয়ে কিছু ত্রুটি হয় নাই। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা—অদৃষ্টের লিখন। আমরা সকলে হতবুদ্ধি হয়েছি। কোন কাযেই আর হাত পা সরে না—এই সংবাদ পেয়ে আমার হেমা যে কি করবে তাই ভেবে বক ফেটে যাচ্চে। আর লিখতে পারিলাম না।

ভবানী।

হেমা কি করবে?—যে পথে তিনি গিয়েছেন হেমাঙ্গিনীও স পথে যাবে। আর কেন?—

(মূর্চ্ছা)

বগলা।—মোক্ষদা তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল?—আমার হেমাঙ্গিনীর শেষে কি এই হলো?—সব ফুরলো—আমি এমন হত ভাগিনী—যার জন্যে সংসারে আছি--যার জন্যে সব শোক তাপ ভুলেছি আজ তার কিনা এই সর্ব্বনাশ।। বাছা যে আমার কিছু জানে না—নিজে সকল কষ্ট ভোগ করে, তাকে যে একদিন দুঃখ জানতে দিইনি, আজ তার কি হলো?—মা কি এত কষ্ট সহ্য করতে পারবেন। মার যে রমণী অন্ত প্রাণ—জন্মের মতন গেল—তবে আর আমার সংসারে দরকার?—আর কেন—অনেক হয়েছে। এত দিন দুঃখে ভাসছিলাম আজ দুঃখে ডুবলাম। হায়। পরমেশ্বরের কাছে যে কি অপরাধ করেছি, তাই চক্ষে এসব দেখতে হলো—আমার মরণ হলো না কেন?—যমের কি একটু ধর্ম্ম নেই, দয়া নেই?—মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লো না কেন?—সব রোগ এসে আমায় ধরলো কেন?—সব সহ্য করতে পারতেম—হেমার এদশা আর দেখতে পারিনে। আর জন্মে

কত পাপ করেছি—এখন তার ফল পাচ্ছি—আমার পাপেই এ সর্ব্বনাশ হলো। উহুঃ!!

(রোদন)

এখন ও পোড়া প্রাণ বেরোয় না—বুক্ ফেটে যাক্—ফেটে যাক (বক্ষে করাঘাত) এখনও যে প্রাণ গেলে না—কবি কি?

হে। মা—আমি কোথায়?—আমি যাব, এখনই যাব, এখনই যাব, বুক ফেটে গেল পুড়ে গেল, জ্বলে গেল, আর কি দেখতে পাবো না?—একটী বারও দেখতে পাব না?—একেবারে গেল?—উহুঃ আর কি আসবে না?—একটি বার এসে আমায় দেখা দিয়ে যাবে না?—এজন্মে কি আর দেখা হবে না?—মা আমায় বিষ দেও আমি খাব—আমি মরিব—আমার বেঁচে আর কি সুখ?—আমি আর কিসের জন্য পৃথিবীতে থাকৃব?—আমার রাখবার আর কি আছে?—শেকলে বেঁধে রেখে ছিল, তাত ছিঁড়ে গেছে—তবে আর কেন—আমি যাব যেখানে গিয়েছেন সেখানে যাব—যাব, যাব, নিশ্চয় যাব—কেউ আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। আর এদেশে থাকবো না—কোন মুখে আর লোকের কাছে যাব—লোকের আহা উহু সইতে পারবো না—মনের আগুণ কিছুতেই নেবে না—যে আগুণ জ্বলেছে সে আর নেবাবার নয়—উহুঃ মা—আমিত কোন পাপ করিনি—তবে আমার কপালে এত দুঃখ কেন?—এক দিনত অযত্ন করিনি, তবে ফেলে পালালো কেন?—না যায় নি—একথা মিথ্যা—সত্য হলে হেমা যে জন্মের মতন যাবে—মা তোমার কান্না দেখে বোধ হচ্চে যথার্থই আমার কপালে আগুণ লেগেছে; উহুঃ মা—তুমি যে কতবার বলেছ "হেমা তোকে কখন কষ্ট পেতে দেব না" মা এরচেয়ে আর কষ্ট কি আছে?—তবে কেন চুপ করে রয়েছ?—দেও বিষ দেও খেয়ে সব কষ্ট দূর করি। তুমি আমায় বড় ভালবাস এখন একবার সেই ভালবাসা দেখাও। বুক ছিঁড়ে ফেল—ছুরি বসিয়ে দেও, সব দুঃখ যাক্। এখনও

ভাবছো—এখনও দেরি করছ?—তবে তুমি আমাকে ভালবাস না। তোমার পায়ে ধরে বল্‌ছি শিগ্‌গির আমার এ জ্বালা নেবাও। বুকের ভেতর খুলে দেখ কেমন করছে—তোমার বড় আশা ছিল আমায় সুখী করবে এখন চির কালের জন্যে সুখী কর আর কেন মা—উহুঃ

(নিষ্ক্রান্ত)

বগলা।—হায় আমার অদৃষ্টে এত কষ্ট ছিল। আমার প্রাণের হেমার এমন হলো?—আর এখন ভাবলে কি হবে। যা অদৃষ্টে ছিল তাই হলো। বাছা কোথা গেল দেখিগে।

(নিষ্ক্রান্ত)

———

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হেমাঙ্গিনীর শয়ন গৃহ

(হেমাঙ্গিনী শয্যায় আসীনা)

হেমা।

গীত।

পাহাড়ি—আড়াঠেকা।

কেনরে কঠিন প্রাণ, এখন গেলেনা।
কি আশাতে আর আছ, আমারে বলনা।
যার তরে এত দিন, ভাবিতে রে নিশি দিন,
কোথায় গেল সেই জন, করিয়ে ছলনা।
বিদরে হৃদয় মোর, যাতনারি নাহি ওর,
সুখ নিশি হলো ভোর, বাকি কেবল যন্ত্রণা।
ত্যজিয়ে মরত ভূমি, যাব যথা নাথ তুমি,
বড় অভাগিনী আমি, আমারে ত্যজনা॥

হায়! আমার জীবনে আর কি সুখ আছে? যাকে নিয়ে সুখ, সেই যদি গেল, তবে আর সুখ কোথায়? যে নদীর বারিপানে জীবন রক্ষা পাইত, এক্ষণে সে নদী শুষ্ক—তখন জীবন কিরূপে থাকে? যে আশায় এত দিন জীবন ধারণ করেছিলাম, এখন সে আশা ফুরালো। জগত আশাতেই বেঁচে আছে, কিন্তু আমার সে আশা নাই। আমি বিধবা—বঙ্গ বিধবা—পতি বিহীনা—অসহায়—অনাথিনী—কাঙ্গালিনী। বিধবা—উহুঃ এ বাক্যটি কি ভয়ানক! কি নিদারুণ। বঙ্গবিধবাদের মৃত্যুই ভাল। বিধবাদের ন্যায় হতভাগিনী আর কেউ কি জগতে আছে? চিরকারা-বাসীরাও এদের অপেক্ষা সুখী। হাজার সুন্দরী হউক, হাজার বুদ্ধিমতী

হউক, যেদিন পতিধনে বঞ্চিত হন, যেদিন পতি ছাড়িয়া যান, সেই দিন কপাল ভাঙ্গে। বিধবার পক্ষে জগতে যেন একখানি কাল মেঘ উঠিয়া সব ঢাকিয়ে দিল। সব ফুরাইল। সব সাধ মিটিল। সব সুখ বিসর্জ্জিত হলো। দুঃখ সূর্য্য উদিত হলো। বিধবা সাধারণের লক্ষ্য হয়ে পড়লেন। যাহা সকলের ত্যজ্য তাই বিধবার আহার ঠিক হলো। সামান্য কদর্য্য বস্ত্র বিধবার লজ্জা নিবারণ করিবে। যার দুগ্ধ-ফেণ নিভ-শয্যায় শয়ন হয় না—আজ সামান্য শয্যায় তাঁকে শুইয়া থাকিতে হইবে। তাঁর কেশ তেল স্পর্শ করিবে না—সাধের অলঙ্কার সকল ছাড়তে হবে। যেখানে কোন মঙ্গল কার্য্য হবে—সেখানে বিধবার যাবার যো নাই। বিধবারা যেন কি ভয়ানক বিষ বর্ষণ করে। বিধবা যা দেখিবে, তাই যেন উড়ে যাবে। বিধবাদের পাদস্পর্শে সব অপবিত্র হবে। বিধবার হাসিবার যো নাই, হাসিলে কত লোকে কত কথা বলিবে। কান্নাই বিধবার চির সহচরী। এ দিগে এ সুখ, তার উপরে মাসে মাসে দুবার একাদশী। উহুঃ কি ভয়ানক কষ্ট। খিদেতে শরীর কাঁপতে থাকে—তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যায়—প্রাণ কণ্ঠাগত তবু এক বিন্দু জল খাইবার উপায় নাই। প্রাণ যায়—পিতা মাতাও জল দেবেন না। একাদশীর দিন বিধবাকে এক গণ্ডূষ জল দেওয়াও মহাপাতক। জল দিয়া বিধবার প্রাণ বাঁচান শাস্ত্র নিষিদ্ধ। আহা! যদি সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকতো—তা হলে এসব জ্বালা—নিবারণ হতো। তাহলে প্রাণ নাথের পা দুখানি বুকে রেখে তাঁর সঙ্গের সঙ্গিনী হতাম। পোড়া দেশের লোকে সেটি উঠিয়ে দিয়েছে। পুরুষেরা এরূপ করিবেন আশ্চর্য্য নয়। তাঁদের ত আর বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। মনে করলেই—সমস্ত অভাব পূর্ণ করতে পারেন। বিধবাদের যে একটি মাত্র সুখ ছিল—সেটি পর্য্যন্ত—ঘুচে গেছে। এত যে রূপ কাকে দেখাব?—লম্পট ব্যক্তিদের কুদৃষ্টির জন্য কি এ রূপ ধরতে হবে। যে মেঘের কোলে সৌদামিনী শোভা পেত—সে মেঘ আর উঠবে না। তবে আরএ সৌদামিনী কোথায় শোভা পাবে?—কাজের মধ্যে এখন হয়েছে—

পোড়া পেটে খাওয়া আর দিন রাত কাঁদা—তা আর কত দিন কাঁদিব?—চক্ষের জল একত্র করিলে একটি নদী হইত। যদি জান্‌তাম —দুদিন পরে—দুমাস মধ্যে দুবছর পরে এ কান্নার শেষ হবে—তা হলে নয় তাই কবতাম, তার ত কিছু ঠিক নেই। তবে আর কেন এত দুঃখ সই—মরিব, মরিলে কি যন্ত্রণা যাবে?—নাথের অনুগামিনী হবো—তিনি যেখানে আছেন সেখানে যাবো। আর তাঁব বিরহ যন্ত্রণা সহ্য কববো না। তাঁকেত আর সহ্য কবতে দেব না—নাথ কি এ চিরদুঃখিনীকে চবণে স্থান দেবেন?—নাথ দেও আর নাই দেও আমি যাব—নিশ্চয় যাবো—(কৌটা হইতে বিষ লইয়া হস্তে গ্রহণ) আহা।! বিধবাদিগের শোক, তাপ হস্তারক—এরূপ চমৎকার ঔষধ যে বার করেছে তার পায় কোটী কোটী নমস্কার করি। নাথ! আজ তুমি ছমাস ছেড়ে গেছ এ ছমাস কাল কি দুঃখে কেটেছে তা পরমেশ্বরই জানেন। এত দিন তোমার নিকট যাবার জন্য পাগলের ন্যায় হয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আজ আমি তোমার নিকট যাব। আজ আমাব কি শুভদিন—আজ আমার কি আনন্দের দিন। আজ আমার প্রাণ নাথের নিকট যাব। আজ প্রাণ নাথের দেখা পাইব। গলা ধরিয়া কাঁদিব। সব দুঃখ জানাইব। নাথ তুমি সাধকরে যে সব অলঙ্কাব আমায় পরয়ে দিয়েছিলে—আজ সে সব পরেছি। চাকরির স্থান হইতে যে কাপড় খানি পাঠয়ে দিয়েছিলে—আজ সে খানি পরেছি। চাঁচর কেশ আজ সুগন্ধি তৈলে সিক্ত করে বেঁধেছি। তাম্বুল রাগে ঠোঁট লাল করেছি। বিবাহ রাত্রে যে সাজে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ছিলাম—আজ সে সজ্জায় সেজেছি। এ সাজে কি প্রাণ নাথকে ভোলাতে পারব না? কপালে সিঁদুর দিই নাই। না দিব কেন?—আজ ত আমি বিধবা নহি। আজ আমার প্রাণ বল্লভের সহিত সাক্ষাৎ হবে। নাথ তবে চলিলাম। একটু অপেক্ষা কর। এত সাধের পুস্তকগুলি কাকে দিব?—কে পড়বে?—প্রাণ নাথের পত্রগুলি—সমস্ত পুড়িয়ে ফেলি—মা তোমার হেমাঙ্গিনী জন্মেরমত চল্লো—জন্মে জন্মে এরূপ স্নেহময়ী জননী যেন পাই—মা তোমার স্নেহ—

ভালবাসা—কখন ভুলিব না—চিরকাল যে উপকার করেছ তাহার কি করিলাম?—যাবার সময় দেখা করতে পারিলাম না—অপরাধ নেবে না—আমার আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই—প্রাণনাথ তৃষিত চাতকের ন্যায় আমার প্রতীক্ষা করছেন। দাসী তোমার চরণে কত অপরাধ করেছে—নিজগুণে সে সব মার্জ্জনা করবেন। মা-তবে চল্লাম। তোমাকে কোথায় রাখিয়া যাইতেছি?—কে তোমাকে যত্ন করিবে?—যাওয়া হলো না—মা আমি যাব না—তোমায় ছেড়ে যেতে প্রাণ কেঁদে উঠছে—মা—তোমার প্রাণের হেমা কি চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিবে?—মা তুমি ত বিধবা কিন্তু তোমার একটী আশা ছিল—আমাকে নিয়ে সুখী—হবে—আমার মা কি আশা আছে?—আমি যাব—মা মনে দুঃখ করো না—যে কষ্টে—জীবন ত্যাগ করছি—পরমেশ্বরই জানেন। না—তবে আমি যাব। আর বিলম্ব কেন?—শুভ কর্ম্মের আর দেরি করি কেন?—জগৎ আজ তোমায় ছাড়িয়ে চল্লাম—তুমি আমাকে একদিনের জন্য সুখী কর নাই—তবে আর তোমার স্থানে থাকিবার প্রয়োজন?—চন্দ্রদেব—তোমার শীতল কিরণ অনেকের প্রাণ শীতল করে কিন্তু আমার নিকট বিষবৎ বোধ হচ্চে। নাথ চলিলাম এই যাই—যাই—(বিষপান)—নাথ তোমার হেমাঙ্গিনীর জীবন তরী অকূল সাগরে ভাসালাম। যদি তোমার দেখা না পাই তবে এ অভাগিনীর অদৃষ্টে কি হবে? তবে আমার উপায়? তুমি কখন ত নির্দ্দয় ছিলে না। অবশ্যই দেখা দেবে। হে পরমেশ্বর! আত্মহত্যা মহাপাপ জেনেও তা করলাম। অপরাধ মার্জ্জনা—করিবেন। হতভাগিনী আর কি আশায় জগতে থাকবে?—সব আশা ভরসা ফুরিয়েছে। বিধাতা! ইহকালে ত আমার কপালে এই লিখে ছিলে—এই ত সব শেষ হলো। যাঁর জন্য এই সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম যাঁর আশায় এই জীবন-তরু উৎপাটন করিলাম যেন তাঁর দেখা পাই—কৃপা করে—চির দুখিনী বলে এটি করবেন। স্বামিন্! প্রাণ নাথ!—এই যাই আর চক্ষে কিছু দেখতে পাইনে—আর বিলম্ব

নাই—পরমেশ্বর—দাসী—জনমের—মত—় —চলি—ল অপ—রা—ধ—
চি— র—দুঃ—খি—নী—রমণী—মোহন—রমণী—রমণী—ঽ—অ—অ

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।